The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.org

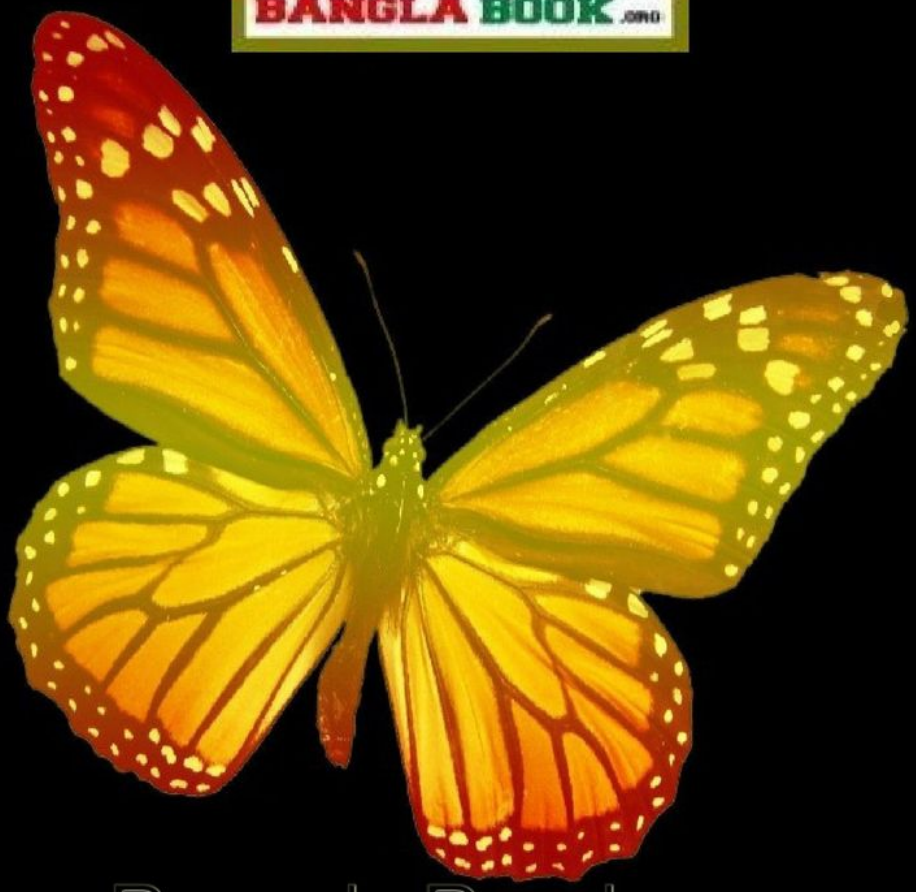

BanglaBook.org

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

শূন্য থেকে শূন্য

www.BanglaBook.org

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

শূন্য থেকে শূন্য

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

১

একভাবে টানা বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি মতন এসে গিয়েছিল বন্দনার। চটকা ভাঙল পাইলটের ঘুমঘুম গলার ঘোষণায়। আকাশযাত্রা প্রায় শেষ, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাঙ্গালোরের মাটি ছুঁতে চলেছে উড়োজাহাজ।

বন্দনা সিটবেল্ট বেঁধে নিল। বসেছে কাঠ হয়ে। শূন্য থেকে পৃথিবীতে অবতরণের এই মাঝের সময়টায় তার কেমন ভয় ভয় লাগে। প্লেনের চাকা যতক্ষণ না ভূমি স্পর্শ করছে, হৃৎপিণ্ডে অদ্ভুত শিরশির এক অনুভূতি, হাত-পা জেলির মতো তলতলে, মাথায় ভোঁ ভোঁ ভাব। নিরবলম্ব অবস্থা থেকে এক ধরনের নিশ্চিন্ততায় পৌঁছনোর আগে কি এমনটাই হয়?

নিয়মিত ওড়াউড়ি অভ্যেস থাকলে পরিস্থিতিটা হয়তো বন্দনার রপ্ত হয়ে যেত। বাপ্পার যেমন জলভাত। ও দেশে থাকার সময়ে তো হরবখতই এ শহর ও শহর উড়ে বেড়াত বাপ্পা। কখনও বোস্টন শিকাগো ওয়াশিংটন, তো কখনও ক্যালিফোর্নিয়া লস এঞ্জেলেস। দেশে ফিরেও তার আকাশে চরে বেড়ানো কমল কই! আজ মুম্বই ছোটে, তো কাল চেন্নাই, পরশু কুয়ালালামপুর জাকার্তা, তো পরদিন হংকং টোকিও। তুলনায় বন্দনা ক বারই বা এরোপ্লেন চড়ল! সেই কোন অতীতে একবার আন্দামান বেড়িয়ে ফেরা, আর বাপ্পা যখন নিউ ইয়র্কে তখন একবার লম্বা যাতায়াত, ব্যস। এবং প্রতিবারই পাশে সুখেন্দু। এই প্রথম সে একা। সম্পূর্ণ একা। বুক তো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এবার একটু বেশিই কাঁপবে।

সুখেন্দুকে মনে পড়তে বন্দনা ঈষৎ উদাস। সুখেন্দু থাকলে আজ হয়তো খুব খুশি হত। শুধু ছেলের কাছে যাচ্ছে বলে নয়, বাপ্পা দেশে চলে এসেছে বলে। কলকাতা না হোক, অন্তত ব্যাঙ্গালোরেও। মুখে যতই বলুক, স্বদেশ বিদেশ বলে এখন আর কিছু নেই বন্দনা, গোটা দুনিয়া এখন একটা বড়সড় গ্রাম, ছেলে নিউ ইয়র্কে থাকল, কি নিউ আলিপুর তাতে কিছু যায় আসে না—মনে মনে একটুও কি পুড়ত না সুখেন্দু? কম্পিউটারে ছেলের সঙ্গে মাঝেসাঝে চ্যাট করে কি বাসনা মিটত পুরোপুরি? কিংবা সাপ্তাহিক টেলিফোনে? তাই যদি হবে, ছেলে গ্রিনকার্ডের আবেদন করেছে শুনেই মুখ অমন শুকিয়ে গিয়েছিল কেন? সামলে নিয়েছিল বটে ধাক্কাটা, হজম করতে পেরেছিল কি? গোপন মনোকষ্টই কি ডেকে আনল হার্ট অ্যাটাক? ছেষট্টি বছর মোটেই আজকাল মৃত্যুর বয়স নয়, রিটায়ারমেন্টের পরও যথেষ্ট শক্তসমর্থ ছিল মানুষটা, হঠাৎ যে কী হয়ে গেল! বাপ্পা অবশ্য খবর পেয়েই ছুটে এসেছিল, কিন্তু বাপছেলের শেষ দেখাটা তো হল না। হৃদয়ে কোন অনুভূতি নিয়ে ওপারে গেল সুখেন্দু? অভিমান? ক্ষোভ? হতাশা? একটা অতৃপ্তি তো নিশ্চয়ই ছিল।

তা সেই অতৃপ্তি কি বন্দনারও নেই? কিংবা অভিমান? নইলে বাপ্পা তো ব্যাঙ্গালোরে এসেছে প্রায় আট মাস, ডাকাডাকিও কম করেনি মাকে, তবু সে যায়নি কেন? আপাত চোখে কারণ হয়তো কিছু ছিল। রিয়ার মা-বাবা ওখানে গেছে, এখন যাওয়াটা ভাল দেখাবে না, কিংবা ফ্ল্যাটটায় বহুকাল হাত পড়েনি, এ বছর রং না করালেই নয়...। কিন্তু আসলে কথা তো একটাই, প্রাণ থেকে সাড়া পাচ্ছিল না বন্দনা। বার বার মনে হত, ভাল লাগবে না, ভাল লাগবে না। নেহাত বাপ্পা এবার সটান প্লেনের টিকিট কেটে পাঠিয়ে দিল...

আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে বন্দনা টানটান। ভুতলে নামল প্লেন। প্রবল গর্জন তুলে ছুটছে রানওয়ে ধরে। তীব্র গতিকে শাসন করে স্থির হল অবশেষে। এবার গাত্রোত্থান।

ব্যাঙ্গালোরের ছোটখাট বিমানবন্দরটি ভারী ব্যস্ত থাকে ইদানীং। প্রায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একই সঙ্গে একাধিক ফ্লাইট পৌঁছেছে, মালপত্র সংগ্রহের জায়গায় যাত্রী থিকথিক। কনভেয়র বেল্ট থেকে ব্যাগ স্যুটকেস নামাতে অনেকটা সময় লেগে গেল বন্দনার। ট্রলি ঠেলে এগোচ্ছে গেটের দিকে।

ওপারে অপেক্ষমাণ উৎসুক জনতা। যে যার পরিচিতজনকে খুঁজছে। বন্দনাও ইতিউতি তাকাচ্ছিল, তখনই বাপ্পার ডাক,—হাই মা!

বন্দনা স্বস্তি বোধ করল। প্রত্যাশা মতো বাপ্পা একাই এসেছে। সম্ভবত অফিস থেকে সরাসরি। সঙ্গে রিয়াও আসবে, শাশুড়িকে উদ্বাহু হয়ে স্বাগত জানাবে, এমন উদ্ভট আশা অবশ্য বন্দনা করেওনি। কার কাছ থেকে কতটা তার প্রাপ্য, সে বোঝে বইকী।

হাসতে হাসতে এগিয়ে এসেছে বাপ্পা। বন্দনাকে সরিয়ে ট্রলি টেনে নিল। একটা হাতে মাকে বেড় দিয়ে বলল—যাক, শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছ হলে!

—তোর কি সন্দেহ ছিল?

—একটু একটু। রানাদা যখন জানাল চেক ইনে ঢুকে গেছ, হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর হলাম।

—রানা বুঝি ফোন করেছিল?

—থ্রাইস। মাসি কখন ল্যান্ড করবে, মাঝপথে হাইজ্যাক্ড হয়ে গেল না তো...

—যাহ্, খালি ফাজলামি।

—সত্যি, আমিও খুব টেনশনে ছিলাম। একা আসছ...

—তো? আমি কি কচি খুকি, না অনপড়, যে ঘাবড়ে মাবড়ে একশা হব!

—তুমি তো এখনও খুকিই মা। আমার সুইটি সুইটি বেবি মাদার।

বাপ্পা কি একটু বেশি আহ্লাদ করছে? তবে শুনতে বন্দনার মন্দ লাগছিল না। ছেলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছে পার্কিং লটে। মানুষ গাড়ি আর অটোরিকশার জঙ্গল টপকে টপকে। বাপ্পা বোধ হয় একটু দেরিতে পৌঁছেছিল, তার গাড়ি রয়েছে একেবারে শেষ প্রান্তে। সামনে গিয়ে রিমোট টিপে দরজা খুলল বাপ্পা। ডিকি তুলে লাগেজ রাখছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইস্পাত রং জাপানি গাড়িটায় ঝলক চোখ বুলিয়ে বন্দনা সামনের সিটে বসল। ভারী নরম গদি, শরীর যেন ডুবে যায়। বাপ্পা কি এটাই নতুন কিনল?

স্টিয়ারিংয়ে বসেছে বাপ্পা। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল—বাড়িতে তো একজন তুমি আসবে বলে সিঁটিয়ে আছে।

পলকের জন্যে রিয়ার মুখখানাই ভেসে উঠল চোখে। বন্দনা অস্ফুটে বলল—কে?

—শ্রীমান ঋক। ওকে বলেছি, গ্র্যানি আসছে, তোমাকেই তার দেখভাল করতে হবে। শুনেই সে ভীষণ চিন্তিত। কীভাবে তোমাকে কম্পানি দেবে, বিকেলে আদৌ খেলতে যেতে পারবে কি না...

—তাই বল্। বন্দনা সহজ হল—বেচারাকে কেন মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে রেখেছিস?

—ভয় পাওয়ার ছেলে সে নয় মা। যথেষ্ট লায়েক এখন। যা হুড়্দুম করে না...। বাপ্পা এসিটা চালিয়ে দিল—যাক গে...আমার গাড়িটা কেমন দেখছ?

—বেশ তো।

—বেশ কী গো! দারুণ। একেবারে কারেন্ট মডেল।

বন্দনা ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের সিটটা দেখে নিল—হুম, সাইজটাও বিশাল। ভেতরে অনেক জায়গা।

—লেগস্পেস বেশি থাকলে লোকে চড়ে আরাম পায়। প্লাস ওয়েটি গাড়ি চালিয়েই তো মজা।

—আগেরটা কী করলি? প্রশ্নটা বন্দনার মুখে এসেই গেল—প্রথমে যেটা কিনেছিলি?

—আছে। রিয়া ইউজ করে মাঝেমধ্যে।

—রেগুলার চালায় না?

—এখানে তো ও ড্রাইভিং করতেই চায় না। যা ট্রাফিক জ্যাম, বাপ্‌স।

—তা হলে ড্রাইভার রাখলেই হয়।

—রিয়া ড্রাইভারের হাতে গাড়ি ছাড়া লাইক করে না মা। সেলফ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ড্রাইভিংয়ে হ্যাবিট হয়ে গেছে তো।

বন্দনা মনে মনে মুখ বেঁকাল। ক'টা বছর আমেরিকায় থেকেই মহারানির অভ্যেস ওলটপালট? ছিল তো পাতি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, বাবা সরকারি অফিসের খুদে আমলা, মা নিছক গৃহবধূ। গাড়ি চালানো দূরে থাক, বিয়ের আগে ক'দিন গাড়ি চড়েছে তা বোধ হয় কর গুনে বলা যায়। এখন তিনি এত মেমসাহেব, বাব্বাহ্।

ঠোঁট টিপে বন্দনা বলল—তা হলে আর ওই গাড়ি রাখা কেন, বেচে দিলেই তো পারিস।

—থাক। স্পেয়ার একটা রইল। দরকারে অ-দরকারে কাজে লাগবে।

বাক্যগুলো খট করে কানে বাজল বন্দনার। কী অবলীলায় বলল বাপ্পা! অবলীলায়? না অবহেলায়? যেন গাড়ি একটা বাড়তি আসবাব। চেয়ার টেবিল কিংবা আলমারির মতো। এসেই একটা সাতলাখি বাহন কিনে ফেলল। বছর ঘোরার আগে ফের একটা। আরও দামি। আগেরটাকে এমনই ফেলে রেখেছে! ভাবলেই কেমন গায়ে কাঁটা দেয়। বন্দনারা দুজনে চাকরি করেও আড়াইলাখি গাড়ির বেশি ভাবতে পারেনি। তাও কিনেছিল কত পরে, কত হিসেবপত্র করে। ফ্ল্যাটের কিস্তি, গাড়ির লোন, ছেলের লেখাপড়ার মোটা খরচা, সব দিক সামলেসুমলে পেট্রলখেকো বাহন পোষা কি সোজা কথা! গাড়ি বেশি বেরতই না গ্যারেজ থেকে। ওই হয়তো সপ্তাহে একদিন দু দিন...পার্টটাইম ড্রাইভারকে ডেকে...।

তুৎ, ওই সব পুরনো কথা ভাবার কোনও মানে হয় এখন? বন্দনা নিজেকে ধমকাল। ছেলে প্রচুর উন্নতি করেছে, মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে আহরণ করেছে বিপুল প্রাচুর্য...উঁহু, আহরণ নয়, অর্জন...মা হিসেবে এতে তো তার গর্বিত হওয়ার কথা। পুলকিত হওয়ার কথা। দু চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার কথা। ভাবনা করার কথা তো নয়।

গাড়ির অন্দরে সুখের মউতাত। নরম ঠাণ্ডা বাতাস আরাম বিলোচ্ছে। বন্দনা সিটে হেলান দিল। মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার বিভা ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল—তোর এই গাড়িটার দাম কত পড়ল রে?

বাপ্পার চোখ উইন্ডস্ক্রিনে—কী হবে জেনে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আহা, শুনিই না। দশ লাখ? এগারো লাখ?

—ওই হবে একটা কিছু। বাপ্পার ঠোঁটে চিলতে হাসি। মাছি ওড়ানোর ভঙ্গিতে বলল—দাম-ফামের কথা ছাড়ো তো। চড়ে কমফর্ট পাচ্ছ কি না তাই বলো।

—তা পাচ্ছি।

—ব্যস, তা হলেই হল। এসি কি আর একটু বাড়িয়ে দেব?

বন্দনা ঝপ করে হ্যাঁ বলতে পারল না। চড়া হিমেল হাওয়া হয়তো আরও সুখদায়ক হবে, তবুও না। এবার শীতটা যাওয়ার আগে মাঘের শেষে হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা পড়েছিল কলকাতায়। সর্দি কাশিতে তখন ক'দিন খুব ভোগান্তি গেছে। খানকতক অ্যান্টিবায়োটিক গিলে বুক গলা এখন অনেকটাই ঝরঝরে, তাও...। এই শহরের জলহাওয়া তো তার একদম অচেনা নয়। আমেরিকা যাওয়ার আগে বছরখানেক এই ব্যাঙ্গালোরেই ছিল বাপ্পারা, তখন বন্দনা আর সুখেন্দু এসে এক মাস মতন থেকে গিয়েছিল। তখন দেখেছে, সমতল থেকে বেশ খানিক উঁচু এই শহরের বাতাস কেমন পাতলা পাতলা, শ্বাস নিতে প্রথম প্রথম সামান্য অসুবিধে হয়। ঠাণ্ডা গরমেরও কোনও ছিরিছাঁদ নেই। দিনমানে কড়া রোদে চামড়া পোড়ে, সন্ধে থেকে ভোর বেশ শীত শীত ভাব। আর হঠাৎ বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই, গায়ে সোয়েটার চড়াতে হবে। বারো মাসই নাকি এরকম। এমন বিচিত্র আবহাওয়ায় বাড়াবাড়ি না করাই তো শ্রেয়।

বন্দনা মাথা নেড়ে বলল—না না, হালকা হালকাই ঠিক আছে।

—অ্যাজ ইউ প্লিজ। এফ-এম চালিয়ে দিই? গান শোনো?

—কিচ্ছু দরকার নেই।

—ফ্লাইটে খাবারদাবার ঠিক ছিল?

—মোটামুটি। স্ন্যাক্স দিয়েছিল। আমি শুধু কফি খেয়েছি।

—খিদে পেয়েছে? এখন খাবে কিছু? বলেই ড্যাশবোর্ড থেকে একখানা সাদা বাক্স বার করেছে বাপ্পা—খোলো, খুলে ফ্যালো। তোমার জন্য বার্গার আছে।

তুচ্ছ ঘটনা, ছেলে মনে করে মায়ের জন্য একটা বার্গার এনেছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বন্দনাকে যেন ভেতর থেকে দুলিয়ে দিল। তরল সুরে বন্দনা বলল—আমার যত্নআত্তি নিয়ে তুই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস মনে হচ্ছে?

—দেশে ফেরার পর এই প্রথম আমার কাছে এলে। তাও কত সাধ্যসাধনার পর। প্রথম থেকে আপ্যায়ন না করলে চলবে?

—আহা, আমার ভাবনায় যেন মরে যাচ্ছিস!

—একটুও কি ভাবি না? বাপ্পার চোখ তেরচা হল—তা হলে ফিরলাম কেন?

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। দেড় বছর আগে সুখেন্দু যখন চলে গেল, কলকাতায় গিয়ে মায়ের চিন্তায় বেশ উতলা হয়ে পড়েছিল ছেলে। এবং তার পরেই দেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত। দুটোর মধ্যে কি যোগসূত্র নেই? তেমন চাকরি পেলে হয়তো বাপ্পা কলকাতাতেই ফিরত। আর যুক্তি দিয়ে ভাবলে কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর কীই বা দূর এমন? এই তো, আজই ভাতটাত খেয়ে একটা নাগাদ টালিগঞ্জ থেকে রওনা দিয়ে সন্ধের মধ্যে বন্দনা দিব্যি পৌঁছে গেল। দূরত্বটা এতখানি কমিয়ে আনাকে কি কাছে ফেরা বলে না?

তবু একটা চিনচিনে বিষাদ যেন থেকেই যায়। বাপ্পা পনেরো হাজার কিলোমিটার দূরে থাকুক, কি দু হাজার, বন্দনা তো এখন যে একা সে একাই।

—কী ভাবছ?

—কিছু না তো। বন্দনা সচকিত হল। খাবারের বাক্সটা সযত্নে কোলে রেখে বলল—তার পর তোদের আর কী খবর আছে বল্?

—নতুন কিছু নেই। গয়ংগচ্ছ। ঋকের আবার পেটখারাপ হয়েছিল।

—সারছে না কেন পেটটা?

—হচ্ছে, সারছে, আবার হচ্ছে...।

সাহেবদের দেশে জন্মেছে তো, স্টমাক এখনও এখানকার জল নিতে পারছে না।

—ডাক্তার দেখাচ্ছিস তো?

—রিয়া দেখায়। ছেলে তো ওরই ডোমেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—ও। একটু চুপ থেকে বন্দনা জিজ্ঞেস করল—রিয়া নতুন চাকরিতে জয়েন করেছে?

—যাচ্ছে তো। ক'দিন করবে কে জানে।

—কেন? এই চাকরিটাও তার পছন্দ নয়?

—কী জানি। ওর তো হাজারো ট্যানট্রাম। আগেরটা তো ছাড়ল ওর ওপর বেশি বসিং করা হচ্ছে বলে। এবার হয়তো বলবে অফিসটা দূর। সি ক্যান অলওয়েজ ফাইন্ড সাম রিজন টু লিভ দ্য জব। বাপ্পা শব্দ করে হেসে উঠল—আসলে ঘরসংসার চালানোর চিন্তা তো করতে হয় না। সুতরাং মুডি কিংবা চুজি হতে বাধা কোথায়! টাকা লাগলে গৌরী সেন তো আছেই।

বন্দনাকে খুশি করার জন্যেই কি বউয়ের নিন্দে করছে ছেলে? বন্দনার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। রিয়ার সঙ্গে বন্দনার যে পটে না, ভালমতই জানে বাপ্পা। তাই হয়তো এই খেলা। নাকি বাপ্পা যে প্রভূত উপার্জন করে, সেটাই মাকে সদর্পে শুনিয়ে দিল?

আর কথায় না গিয়ে বন্দনা দৃষ্টি মেলল বাইরে। বন্ধ কাচের ওপারে। প্লেন নেমেছিল শেষ বিকেলে, এখন ব্যাঙ্গালোরে গাঢ় সন্ধে। আলোয় আলোয় ঝলমল চতুর্দিক। যে জায়গাটা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে এখন...একটু আগে যে উড়ালপুল পেরিয়ে এল...এ সব কি বন্দনা দেখেছিল আগের বার? মনে পড়ছে না। অবশ্য সেবারতো এসেছিল ট্রেনে, এবার চলেছে এয়ারপোর্ট থেকে। এবং গন্তব্যও তো এক নয়। এ পথটায় অজস্র হাউজিং কমপ্লেক্স। বিশাল বিশাল। দেখে মনে হয় আনকোরা। মাঝে মাঝেই পেল্লাই পেল্লাই অফিস। কাচের ভেতর দিয়ে ঠিকরে আসা রোশনিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দোকানপাটগুলোও যেন বেশি ঝকঝক করছে। নাহ্, এ দিকটায় আগেরবার বোধ হয় বেড়াতেও আসেনি বন্দনারা। শহরটা কি এ দিকেই বাড়ছে? নাকি ব্যাঙ্গালোর জুড়েই চলছে এমন নির্মাণযজ্ঞ?

থমকে থমকে এগোচ্ছিল গাড়ি, আবার একটা যানজটে আটকেছে। নড়ছেই না। বাপ্পার আঙুল অধৈর্যভাবে স্টিয়ারিংয়ে তবলা বাজাচ্ছিল, থেমেছে হঠাৎ। ঘাড় হেলিয়ে বাপ্পা বলে উঠল—কেমন দেখছ বেঙ্গালুরু?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—বড্ড গাড়ি। গতবারে এমনটা ছিল না।

—আরে, আই-টি ইন্ডাস্ট্রির তখন তো সবে টিনএজ। এখন তার টগবগে যৌবন। ধড়াধ্ধড় হাইরাইজ উঠছে, অগুন্তি শপিং মল, এন্টারটেনমেন্ট পার্ক, ক্লাব, রেস্তরাঁ... যাকে বলে ফাটাফাটি ব্যাপার। এ শহর আর সেই শহর নেই মা। টোটালি বদলে গেছে।

বন্দনার ছোট্ট শ্বাস পড়ল। সময় কি শুধু শহরকে বদলায়? মানুষকে বদলায় না? বাপ্পা কি সেই আগের বাপ্পা আছে? নাকি বন্দনা সেই আগের বন্দনা?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

২

অটোরিকশার ভাড়া মেটাতে গিয়ে চড়াং করে মাথা গরম হয়ে গেল রিয়ার। ফের সেই এক ঝঞ্ঝাট। চালককে দিয়েছিল একশো টাকার নোট, ফেরত পাবে চুয়াত্তর, অথচ একটা পঞ্চাশ আর একটা কুড়ি ঠেকিয়ে লোকটা নির্বিকার মুখে মিটার ঘোরাচ্ছে! কী অসভ্য, কী অসভ্য! এমনিতেই তো বাবুরা মিটারে যেতে চায় না, যদি বা কেউ রাজি হল খুচরোটা সে মারবেই! কাঁহাতক এই অভদ্র লোকগুলোর সঙ্গে ঝগড়া করা যায়? টাকার পরিমাণটা বড় কথা নয়, বেসিক অনেস্টি বলে কিছু থাকবে না? এই চোট্টামির মানসিকতাটাই তো খারাপ।

আজ অবশ্য রিয়ার ঝগড়ায় স্পৃহা নেই। মেজাজটাকে আজ ঠাণ্ডাই রাখতে চায়। তবু সামান্য ঝেঁঝে উঠে বলল—ভিখ নেহি মাংগ্ সকতে হো কেয়া?

কর্নাটকি অটোচালক পাত্তাই দিল না। দাঁত বার করে হাসল একটু, তারপর এক মুঠো পিত্তি জ্বালানো অবজ্ঞা ছুড়ে দিয়ে হুশ করে ধাঁ।

কয়েক সেকেন্ড কটমট তাকিয়ে থেকে রিয়া পা চালাল। পেনসিল হিল খুটখুটিয়ে। কাঁধে পেটমোটা ভ্যানিটিব্যাগ, হাতে প্লাস্টিকের ঝোলা। সাধারণত অফিসবাসেই ফেরে সে, আজ সুপার মার্কেটে নামতে হয়েছিল বলেই ওই অটোর চক্কর। সাগ্নিকের মা আসছেন, তার জন্য তো কিছু কেনাকাটা করতেই হয় রিয়াকে। দু-তিন রকমের আচার, চিকেন নাগেট আর প্রন্‌বলের প্যাকেট গোটাকয়েক, কিছু কুকিজ, চিজস্প্রেড, নিমকি,

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

চানাচুর, পুচকে পুচকে শিঙাড়া... যাকে বলে ক্যালোরির পাহাড়। রিয়া পারতপক্ষে বাড়িতে এত ক্যালোরি ঢোকায় না। কিন্তু তার পছন্দমাফিক খানা তো শাশুড়িমার মুখে রুচবে না। নিজের বাবা-মাকে তাও দাবড়ানো যায়, শাশুড়ির বেলায় তো রিয়ার সে উপায়ও নেই। একটাই শুধু চিন্তা, চানাচুর নিমকিগুলো সে রাখবে কোথায়! ঋক যা হেংলু হয়েছে, গপাগপ খেয়ে না বসে।

ভাবতে ভাবতে রিয়া উর্দিধারী পাহারাদারদের টপকাল। ঢুকে পড়েছে কসমিক টাওয়ারের চৌহদ্দিতে। রাজসিক এক হাউজিং কমপ্লেক্স। অনেকখানি জমি নিয়ে সাত-সাতখানা গগনচুম্বী মিনার। কম করে শ পাঁচেক ফ্ল্যাট তো আছেই। নীচে ঘাসের গালচে, টেনিস বাস্কেটবলের কোর্ট, চিলড্রেন্স পার্ক, মিনি গার্ডেন, কমিউনিটি হল, ক্লাবহাউস, সুইমিং পুল—রিয়ারা যা যা চায়, সবই মজুত। গেট পেরিয়ে চওড়া রাস্তা পাক খেয়ে নেমেছে ভূগর্ভে, বাসিন্দাদের গাড়ি রাখার ময়দানে। আছে আঁকাবাঁকা পায়ে চলার পথ। পাথর বসানো।

পাথরের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে রিয়া দেখতে পেল উলটো দিক থেকে সরিতা দেশপাণ্ডে আসছে। জগিং করতে করতে। রিয়াদের ঠিক পাশেই থাকে সরিতারা, সি ব্লকের দশতলায়। চল্লিশ ছুঁইছুঁই মরাঠিকন্যার বর সুইডিশ জাহাজের ক্যাপ্টেন, বছরে আট মাসই তিনি জলে। শাশুড়ি আর পুত্রকন্যা নিয়ে ডাঙায় পতিবিহীন জীবন কাটায় সরিতা।

ট্র্যাকস্যুট পরিহিতা সরিতা সামনে এসে হাঁপাচ্ছে—হাই!

রিয়া চোখ নাচাল—গোয়িং টু জিম?

—ইয়াপ। সরিতা একবার এ কাঁধ একবার ও কাঁধ দোলাচ্ছে। চোস্ত ইংরেজিতে বলল—তোমার শাশুড়িঠাকরুন তো এসে গেছেন।

রিয়ারও ইংরেজিতে পালটা প্রশ্ন—কতক্ষণ?

—আধা ঘণ্টা হবে। ঋক ঈশানের সঙ্গে খেলা করছিল, পার্বতী ডেকে নিয়ে গেল।

—ও। তোমার সঙ্গে তাহলে দেখা হয়নি?

—শাশুড়িরা দেখার জিনিস নয় ইয়ার। সরিতা খিলখিল হাসছে—দে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর টু বি ফেল্ট। লাইক ক্যাপাচিনো। জিভে তেতো লাগে, কিন্তু স্টিমিউলেটিং। নার্ভ সতেজ রাখে।

—তোমার মুখে এ কথা সাজে না ডিয়ার। আন্টি অত্যন্ত ভালমানুষ।

—লাইক ঠাণ্ডা সামোসা। খেলেই অম্বল।

হিহি হেসে সরিতা ফের ধীর লয়ের দৌড় শুরু করেছে। রিয়াও পায়ে পায়ে লিফটের দরজায়। তার শাশুড়ি তেতো, না মিষ্টি? ঠাণ্ডা, না গরম? বাসি, না টাটকা? কোনও ক্যাটাগরিতেই তো তাঁকে ফেলতে পারে না রিয়া। আপাত মধুরভাষিণী এই মহিলা আদতে একটি কমপ্লেক্সের ট্যাবলেট। পুত্র অন্ত প্রাণ মা'টি যে ছেলের বউকে কোনও দিনই সহ্য করতে পারবে না, বিয়ের আগেই তা টের পেয়েছিল রিয়া। ফলে যা হয়, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। রিয়া যা করে, তাতেই নাকি তাঁর অপমান হয়! রিয়া চুল কেটে এল, তিনি ফুলতে লাগলেন! রিয়া সালোয়ার কামিজ পরে মাসিশাশুড়ির বাড়ি গেল, তাঁর মানে লেগে গেল! মুখে মধু ঝরছে, কিন্তু কথায় পুটুস পুটুস চিমটি আছে সারাক্ষণ। সাধে কী ব্যাঙ্গালোরে এসে সে বার হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল রিয়া। তারপর তো সাত সমুদ্রের ওপার। নিউ ইয়র্কে গিয়েও খবরদারির চেষ্টা করেছিলেন অবশ্য। বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। এবার কি একটু বদল ঘটেছে মহিলার? শোকেতাপে? কে জানে!

টুকরো চিন্তা মাথায় নিয়েই ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছেছে রিয়া। বেল টিপতেই পাল্লা খুলে পার্বতীর একগাল হাসি—মাম্মিজি আ গয়ি।

বন্দনা দুয়ার থেকেই দৃশ্যমান। লিভিং হলের সোফায় আসীন। হাতে চায়ের কাপ। উলটোদিকের ডিভানে সাগ্নিক, তার গা ঘেঁষে ঋক। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠনটা জ্বলছে। দেওয়ালের বাতিগুলোও। আলো যেন উপচে পড়েছে ফ্ল্যাটে।

সাগ্নিক চেঁচিয়ে বলল—এই তো, এসে গেছ। মা তোমার ঘর সাজানোর খুব প্রশংসা করছিল।

জুতোর বক্সে হাইহিল তুলে রেখে রিয়ার পা ঘরোয়া চটিতে। প্লাস্টিকের ঝোলা পার্বতীকে ধরিয়ে দিয়ে নিরুচ্ছ্বাস স্বরে বলল—আমি তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু করিনি। ক্রেডিট তো ইন্টিরিয়ার ডেকরেটরের।

—তবু টেস্টের তো একটা ব্যাপার থাকে।

অকারণ তোয়াজ। গায়ে না মেখে এগিয়ে গিয়ে শাশুড়িকে প্রণামটা সারল রিয়া। অল্প হেসে বলল—ফ্লাইটে কোনও প্রবলেম হয়নি তো?

—না, না। রিয়ার মাথায় হাত ছোঁয়াল বন্দনা—মাত্র দু-আড়াই ঘণ্টার তো জার্নি।

—তবু...আপনার প্রেশারটা হাই তো। রিয়া ছোট সোফাটায় বসল—এসে খেয়েছেন কিছু?

—এই তো চা-বিস্কুট খাচ্ছি।

—ব্যস? পার্বতীকে যে বলে গেলাম আলুপরোটা বানিয়ে দিতে...?

—বলেছিল। আমি বারণ করলাম। বাপ্পা একটা বার্গার নিয়ে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। তাই খেয়ে পেট এখনও আইঢাই।

সাগ্নিকের আদিখ্যেতা শুরু হয়ে গেছে তা হলে! শোম্যানশিপ জানেও বটে। কে বলবে ওই মাতৃভক্ত রামপ্রসাদই অফিসের ছুতো দেখিয়ে রিয়াকে আজ ঠেলে এয়ারপোর্ট পাঠাচ্ছিল!

মৃদু হেসে রিয়া বলল—কতদিন পর ছেলের কাছে এলেন, ছেলে তো একটু অত্যাচার করবেই।

—কিন্তু বয়সও তো হচ্ছে...তোমার বাবার খবর শুনেছ তো?

—দরজায় হাত চিপে যাওয়া? মা বলছিল। রিয়া ঘুরে ঋককে দেখল—কী রে, গ্র্যানির সঙ্গে ভাব হল? হাগ করেছ গ্র্যানিকে?

ঋক যেন লজ্জায় জড়সড়। গা মোচড়াচ্ছে।

বন্দনা হাসিটাকে ছড়িয়ে দিল—দ্যাখো না, আমি কত ডাকছি, আসছেই না।

—ওমা, সে কী কথা ঋক? দিস ইজ ভেরি অবিফেয়ার। তোমাকে দেখতে গ্র্যানি কলকাতা থেকে এলেন...

—আহা, বেচারাকে একটু সময় দাও। সাগ্নিক ফুট কাটল। ঋকের কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ঘেঁটে দিয়ে বলল—এরপর এমন গায়ে পড়বে, গ্র্যানির পাশ থেকে নড়ানোই মুশকিল হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অতটা বাড়াবাড়ি বোধহয় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দাদু-দিদারা বাচ্চাদের ভীষণ বিগড়ে দেয়। রিয়ার বাবা তো এবার ব্যাঙ্গালোরে এসে ঋককে তাস খেলা শেখাতে শুরু করেছিল!

কথাটা মনে এলেও রিয়া কোনও মন্তব্য করল না। চোখ গেছে কিচেনে! পার্বতী কিছু বলতে চায়। ঋককে ছোট্ট ভ্রুকুটি হেনে রিয়া ইশারায় ডেকে নিল পার্বতীকে। কবজি থেকে ঘড়ি খুলে রাখল বিছানার সাইডটেবিলে। আলগা চোখ বুলিয়ে দেখে নিল ঘরটা অগোছাল আছে কি না। ঘুরে হিন্দিতে প্রশ্ন হানল—বিজয় রান্না করে গেছে?

কন্নড়ভাষী মধ্যবয়সী পার্বতীর হিন্দি ভাঙা ভাঙা, তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না। সংক্ষেপে জবাব দিল—হ্যাঁ ভাবি।

—কী কী বানিয়ে গেল?

—মছলি, চিকেন, আলুগোবিকা সবজি, দাল, রোটি...

—ঋক স্কুল থেকে ফিরে কী খেল?

—টোস্ট আর স্যুপ।

—কলা দাওনি?

—খেল না। বলল উল্‌টি আসছে।

রিয়ার ভুরুতে চিলতে ভাঁজ। খাওয়া নিয়ে ঋকের বড্ড ফ্যাচাং। পেটের জন্য দুধ এখন বন্ধ, ফল-টলগুলোও যদি না খায়...। চেহারা তো আরও ডিগডিগে হচ্ছে দিন দিন, ঠিকঠাক প্রোটিন ভিটামিন না পড়লে বাড়বৃদ্ধি হবে কী করে? নাহ্, ডাক্তারের সঙ্গে আর একবার কথা বলতে হবে।

পার্বতী পিটপিট চোখে রিয়াকে দেখছিল। মাথা চুলকে বলল—আমি এবার যাই?

—হুঁ। পারলে কাল থেকে একটু তাড়াতাড়ি এসো। মাম্মিজি একা থাকবেন, তুমি এসে গেলে ওঁর ভাল লাগবে।

—চেষ্টা করব।... একটা কথা বলব ভাবি?

—কী?

—কিছু রুপিয়া দেবেন? অ্যাডভান্স?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—কত?

—দো-আড়াই হাজার। সকালের কাজের বাড়ি এক দেবে বলেছে।

—কী করবে টাকা দিয়ে?

—ঘরে গ্যাস আনব। কেরাসিনের খরচা বহুৎ জাদা পড়ে যাচ্ছে। মাসে পাঁচশো করে কেটে নেবেন।

চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে উপুড়হস্ত হওয়া সমীচীন নয়। এতে প্রার্থনার বহর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। মুখে গ্রাম্ভারী ভাব এনে রিয়া বলল—ঠিক আছে, কাল পেয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি আসার ব্যাপারটা কিন্তু মাথায় রেখো।

ঢকঢক ঘাড় নেড়ে বিদায় নিল পার্বতী। ওয়ার্ড্রোব থেকে নাইটি বার করতে করতে রিয়ার মুহূর্তের জন্য মনে হল, পার্বতী কি অফচান্স নিচ্ছে? বাড়তি সময় থাকার বিনিময়ে বাড়তি দাবি?

তা যদি হয়ও, রিয়ার কিছু বলার নেই। জগৎটাই তো গিভ অ্যান্ড টেকে চলছে এখন। সে দিক দিয়ে পার্বতীকে নিয়ে রিয়ার কোনও কমপ্লেন আছে কি? মোটা মাইনে নেয় বটে, কাজও তো করে যথেষ্ট। ঘরদোর সাফ, বাসন মাজা, ওয়াশিং মেশিন চালানো, রোজকার জামাকাপড় ইস্ত্রি, বাথরুম রান্নাঘর ধোয়ামোছা...। রান্নার লোকটা না এলে ঠেকনাও দেয় মাঝেসাঝে। সবচেয়ে বড় কাজ তো ঋক স্কুল থেকে ফিরলে তাকে খাবার বানিয়ে দেওয়া। এখানকার আর সব কাজের মেয়েদের তুলনায় পার্বতীর কামাইটাও কম। এবং এখনও পর্যন্ত রিয়ার যা রিডিং, মোটামুটি বিশ্বাসীও। ঋকের ব্যাপারে রিয়া যে এখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত, তা তা ওই পার্বতীর কল্যাণেই। তিনটে নাগাদ এসে থাকছে মালকিন না ফেরা পর্যন্ত, নিউ ইয়র্কে তো এমন ঘটনা অকল্পনীয় ছিল। সরিতা একে জুটিয়ে না দিলে এখানেও ঋককে কোনও ক্রেশে দিতে হত। সেই পরিশ্রমটাও তো বাঁচছে, নয় কি?

লাগোয়া বাথরুমে জিনস-টপ বদলে রিয়া ফিরল লিভিং হলে। মা ছেলের গল্প চলছে জোর। কলকাতার বেশিরভাগই আত্মীয়স্বজনের খবরাখবর। শুনে যে সাগ্নিকের কী মোক্ষলাভ হচ্ছে কে জানে! আসলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাকে পেলে একটু গদগদ ভাব দেখাবেই। ও দিকে ঋকের চোখ তো ঢুলুঢুলু। বিকেলে নির্ঘাত প্রমত্ত হুড়োহুড়ি করেছে, এক্ষুনি খাইয়ে না দিলে ঘুমিয়ে পড়বে।

ঝটাপট ফ্রিজ থেকে স্টু বার করে মাইক্রোআভেনে ঘুরিয়ে নিল রিয়া। গরম করল ঋকের জন্য তৈরি গলা গলা ভাতটাও। ছেলেকে ধরে এনে পুরছে মুখে। রাতে শাশুড়িকে কী পরিবেশন করা যায় এঁচে নিল মনে মনে। হাত খালি হলে গ্রিন স্যালাড বানাবে একটা। সঙ্গে রুটি, চিকেন আর আলুকপির তরকারি। মাছ ডাল কাল দুপুরের জন্য থাক। পুডিংও বার করার দরকার নেই, ফ্রুট কাস্টার্ড দেবে শেষপাতে।

নাতি খাচ্ছে বলেই বুঝি বন্দনা উঠে এসেছে টেবিলে। কৌতূহলী চোখে দেখছে ঋকের আহার গলাধঃকরণ। কৌতুকের সুরে বলল— ঋকবাবু বুঝি এভাবেই ডিনার সারেন?

এক চামচ মণ্ড ছেলের গালে ঠুসে দিয়ে রিয়া বলল—দেখুন না, এত ধাড়ি ছেলে এখনও নিজে নিজে খেতে পারে না।

—হুম, বাপের ধাত পেয়েছে। বাপ্পাকে তো আট-ন বছর বয়স অব্দি খাইয়ে দিতে হত। এমনকি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, তখনও খেতে বসে বলত গোল্লা পাকিয়ে দাও!

রিয়া প্রায় বলে ফেলছিল, ওই করে করেই তো ছেলের মাথাটি খেয়েছেন! চল্লিশে পৌঁছতে চলল, এখনও আপনার বাপ্পার খোকাপনা গেল না। শুধু ইম্‌ম্যাচিওরই নয়, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। নিজের সুখ, নিজের আমোদটি ছাড়া আর কিচ্ছুটি বোঝে না। বিদেশে গিয়ে ছেলেরা ঘরের কাজে বউকে কত সাহায্য করে, সাগ্নিক কোনও দিন নড়ে বসল না। ওজনদার চাকরি করেই পারিবারিক দায়িত্ব খালাস। ছেলে এরকমটা হওয়ার পিছনে মা'র অবদান তো আছেই। দায়দায়িত্ব নিতে শেখেনি বলেই না অবলীলায় অবিশ্বস্ত হতে পারে সাগ্নিক!

রিয়া নীরস গলায় বলল—প্র্যাক্টিসটা মোটেই ভাল ছিল না মা। ঋককে আমি ও সব অ্যালাউই করব না। ক্লাস টুতে উঠছে, এবার হাতে প্লেট ধরিয়ে দেব। খেতে হয় খাও, নইলে উপোস কর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঋক জলের বোতলে চুমুক দিচ্ছিল। ফস করে বলে উঠল, আমি তো স্কুলে নিজেই খাই।

বন্দনা যেন রিয়ার কথাটা গায়েই মাখেনি। ঋককে জিজ্ঞেস করল—কী খেতে দেয় স্কুলে?

—কার্ড রাইস। বিসেবেলে রাইস। পোংগাল।

—ও সব আবার কী বস্তু?

—সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ। বিসেবেলে আর পোংগাল হল টাইপ অফ খিচুড়ি। এবার রিয়ার দায়সারা জবাব। ঋকের মুখে চিকেনের টুকরো গুঁজে দিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল—ফাস্ট। ফাস্ট। গালে টোবলা করে রেখো না। তোমার হয়ে গেলে গ্র্যানি বসবেন। ওঁর আজ ধকল গেছে, রেস্ট দরকার।

—না না, আমি তেমন ক্লান্ত নই। খিদেও হয়নি। তোমাদের সঙ্গেই বসব।

—আমরাও তো খেয়ে নেব। অফিস-টফিস থাকে, ভোর ভোর উঠতে হয়...

আহারপর্ব চুকতে তবু আজ বেশ রাতই হল। মাঝে ফোন এল সাগ্নিকের মোবাইলে, অফিসকলই সে চালাল মিনিট চল্লিশেক। তারপর খাবার টেবিলে মা'র সঙ্গে লম্বা বকর বকর। মা ছেলে ওঠার পর রিয়ার গোছগাছের পালা। ফ্রিজে খানা তোলো, কিচেনের স্ল্যাব পরিষ্কার করো, ছাড়া জামাকাপড় ঢুকিয়ে রাখো ওয়াশিং মেসিনে, ফ্ল্যাটের দরজায় দুধের কার্ড আর বাস্কেট রেখে এসো...। নিত্যনৈমিত্তিক খুঁটিনাটি সেরে রিয়ার হাত যখন ফাঁকা হল, ঘড়ির কাঁটা এগারোটা ছুঁয়েছে।

শুতে যাওয়ার আগে নিয়মমাফিক ঋককে একবার সরেজমিন করে এল রিয়া। চার বছর বয়স থেকে ঋককে একা একা ঘুমোনোর তালিম দিয়েছে, তবে দেশে ফেরার পর ঋক খানিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগত, রাতদুপুরে হুটহাট চলে আসত বাবা-মার বিছানায়। ছেলে খানিকটা থিতু হয়েছে এখন, একা শয্যায় সে ফের স্বচ্ছন্দ। আজও সে ঘুমিয়ে কাদা এবং যথারীতি গায়ে ঢাকা নেই। ছেলের গায়ে পাতলা একটা চাদর চাপিয়ে রিয়া পায়ে পায়ে শাশুড়ির দরজায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বন্দনার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে ফ্ল্যাটের তৃতীয় কক্ষটিতে। রিয়ার ভাষায় গেস্টরুম। ঘরটাকে মোটামুটি সাজিয়েই রাখে রিয়া। বন্দনার জন্য আজ পাতা হয়েছে নতুন চাদর, বদলে গেছে পরদা, ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে সুদৃশ্য কাগজের ফুল।

ভেতরে ঢুকতে গিয়েও রিয়া থমকে রইল একটুক্ষণ। দেখছে শাশুড়িকে। কিটব্যাগ হাতড়াচ্ছে বন্দনা, গভীর মনোযাগে। রিয়া যেন এতক্ষণে লক্ষ করল বন্দনা বেশ রোগা হয়ে গেছে। গালের সেই ভরভরন্ত ভাবটা নেই, একটু যেন ভাঙা ভাঙা। কপালের বলিরেখাও যথেষ্ট গাঢ়। শ্বশুরমশাইয়ের আচমকা মৃত্যু কি শাশুড়িমাকে দুম করে বুড়ি করে দিল? একাকিত্বই হানল ভাঙচুর? নাকি বড়সড় খাটের এক প্রান্তে ওই নিমগ্ন ভঙ্গিতে ঝুঁকে বসাটাই একটা দুঃখী দুঃখী মানুষের দৃশ্যকল্প তৈরি করছে রিয়ার চোখে? মায়া জাগাচ্ছে?

হঠাৎই বুঝি বন্দনা টের পেয়েছে রিয়ার উপস্থিতি। চোখ তুলে বলল—তুমি...! শুতে যাওনি?

—এই যাব। রিয়া এক-দু পা এগোল—কিছু খুঁজছেন?

—হ্যাঁ। আমার ওষুধপত্রগুলো...

—রাতে কোনও মেডিসিন আছে?

—না। আমার তো শুধু সকালে। প্রেশারের ওষুধ আর ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট।

—কোমরের ব্যথাটা এখনও হচ্ছে বুঝি?

—কম আছে। তবে ক্যালসিয়ামটা চালিয়ে যেতে হবে।

—আর প্রেশার?

—ওটাও এখন মোটামুটি কন্ট্রোলে। জ্যোতি কম্পাউন্ডার তো পরশুই মেপে দিয়ে গেল।

—ও।...জগে জল আছে তো?

—না থাকলে নিয়ে আসব। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। বন্দনা মৃদু হাসল—তোমাদের জন্য কয়েকটা জিনিস এনেছিলাম, দেখবে?

—নতুন গুড়ের সন্দেশ এনেছেন তো, আবার কী?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—বেশি কিছু নয়। ঋকবাবুর জন্য গোটা দুয়েক গেম্‌স, তোমার জন্য একটা ঢাকাই শাড়ি...

মুহূর্তের জন্য রিয়ার মনে হল, শাড়ি সে বিশেষ একটা পরে না, তবু শাশুড়ি তাকে বার বার শাড়িই উপহার দেবেন, অন্য পোশাক ভুলেও নয়। এও কি এক ধরনের জিদ্দিপনা?

নরম সুরেই রিয়া বলল—আজ আর বার করতে হবে না। কাল দেখব। এখন আপনি শুয়ে পড়ুন।

বেরিয়ে এসে রিয়ার খেয়াল হল, যাহ্‌, কালকের খাওয়াদাওয়ার কথাটা তো বলা হল না! সাতসকালে অফিস দৌড়বে সে, তার আগে ভাল করে সব বুঝিয়ে দিতে হবে শাশুড়িকে। ব্রেকফাস্ট বানাতে ঝামেলা নেই, কিন্তু ভাত-টাত ফোটানো, কী টুকটাক ভাজাভুজি...পারবে তো? আগের চেয়ে কেমন যেন নড়বড়ে লাগছে মহিলাকে!

আলগা ভাবনা নিয়ে শয়নকক্ষে এসে রিয়া দেখল, সাগ্নিক টেবিলে। সামনে ল্যাপটপ, চোখেমুখে কেজো ব্যস্ততা। দিনান্তের চিঠি আদানপ্রদানগুলো এই সময়েই সারে সাগ্নিক।

গদি আঁটা বেঁটে টুলখানা টেনে রিয়া আয়নার সামনে বসল। তুলোয় ক্লেন্‌জার মাখিয়ে ঘষে ঘষে তুলছে ত্বকের ময়লা। সে খুব একটা ফরসা নয়, উর্বশী-রূপসীও তাকে বলা চলে না, তবে একটা চটক আছে চেহারায়। টান টান ফিগার, শরীরে মেদ নেই এতটুকু। ঋক হওয়ার পর যেটুকু চর্বি জমেছিল, তাও কবেই ঝরিয়ে ফেলেছে। ব্যায়াম-ট্যায়াম করে। গত ডিসেম্বরে তার ছত্রিশ পুরল, অথচ এখনও তাকে তিরিশের বেশি লাগেই না।

সাগ্নিকের পত্রালাপ শেষ। এসে দাঁড়িয়েছে রিয়ার পিছনে। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস রলল—মার সঙ্গে কী এত গপ্পো হচ্ছিল?

—তেমন কিছু না। রিয়া মুখে নাইটক্রিম বোলাল—জাস্ট হাই হ্যালো...

—উম্‌, জানো তো কী কাণ্ড হয়েছে? মা ঋকের জন্য দুখানা মিল্ক চকোলেটের বার এনেছিল। জাম্বো সাইজের। দেখেই তো ঋকের চোখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চকচক।

—সর্বনাশ! খায়নি তো?

—অ্যালাও করিনি। ফ্রিজে তুলে রেখেছি।

—বলেছ মাকে, ঋকের মিল্ক প্রডাক্ট খাওয়া মানা?

—হুম্। তবে মা বোধ হয় একটু হার্ট হল। সাগ্নিক ছোট্ট একটা আড়মোড়া ভাঙল। আয়নার রিয়ার চোখে চোখ রেখে বলল—তুমি কিন্তু আজ একটু আর্লি ফিরতে পারতে।

রিয়ার মেজাজটা চুপসে গেল সহসা। একটু চুপ থেকে ক্ষুব্ধ স্বরে বলল—জানো না কেন দেরি হয়েছে?

—না তো। কেন?

—থাক, তোমার না জানলেও চলবে।

—কেন?

—চোখ থাকলে প্রশ্নটা করতেই না।

সাগ্নিক কী বুঝল কে জানে, সরে গেল থতমত মুখ। বাথরুম ঘুরে এসে সোজা বিছানায়। দেওয়ালে ঝোলানো প্লাজমা টিভির চ্যানেল সার্ফ করছে। রিমোট টিপে টিপে।

কাঁধছোঁয়া চিকন চিকন চুল চুড়ো করে বেঁধে রিয়াও বিছানায় এল। বালিশে মাথা রেখে বলল—তুমি কি এখন টিভি দেখবে?

—পাঁচ মিনিট। স্প্যানিশ লিগের ম্যাচটা খুব জমে উঠেছে।

—আমি কিন্তু ড্যাম টায়ার্ড। অনেক খিদমত খেটেছি, এবার ঘুম পাচ্ছে।

সাগ্নিক আড় চোখে দেখল রিয়াকে। নিচু গলায় বলল—হঠাৎ চটে গেলে কেন?

রিয়া উত্তর দিল না। পাশ ফিরে শুয়েছে।

সাগ্নিক ঝুঁকে হাত রাখল রিয়ার কাঁধে—যদি কিছু মাইন্ড না করো, একটা কথা বলব?

—বলো।

—জানি মাকে তুমি লাইক করো না...কিন্তু মা'র সিচুয়েশনটাও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবো। বাবা নেই, ক'দিনের জন্য একমাত্র ছেলের কাছে এসেছে...

—তো?

—মাত্র এক-দেড় মাস তো থাকবে। এবার অন্তত একটু অ্যাডজাস্ট করে চলো, প্লিজ।

আশ্চর্য, রিয়া কি অ্যাডজাস্ট করে চলে না? তা হলে সে সাগ্নিকের সঙ্গে আছে কী করে? চোস্ত জবাবটা মনে এলেও উচ্চারণ করল না রিয়া। থাক, কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করে কী লাভ!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৩

কাজের দিনে এ বাড়িতে সকালটা ছোটে পাগলা ঘোড়ার মতো। ঘণ্টা দেড়-দুই সময় যে কীভাবে কাটে, বন্দনা ঠাহরই পায় না। ছটা নাগাদ হঠাৎই বাপ্পাদের ঘরে অ্যালার্মের ঝনঝন, অমনি ধুপধাপ হুড়ুদ্দুম শুরু। রিয়া ধাক্কা মেরে মেরে ঘুম ভাঙাচ্ছে ঋকের, ঢুকছে বাথরুমে, ছুটছে কিচেনে, ঝটাপট ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে ছেলের, বরের, আর নিজের...। তার মধ্যেই দৌড়তে দৌড়তে ঋককে ফের বিছানা থেকে টেনে তুলল, হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে নিয়ে গেল ওয়াশবেসিনে, হাতে ধরিয়ে দিল ব্রাশ-টুথপেস্ট, দন্তমঞ্জনের পালা শেষ হতে না হতে গিজার অন, গরম জলে ঝপাৎ ঝপাৎ স্নান...। ছেলের স্কুলব্যাগ ঠিকঠাক গোছানো আছে কিনা দেখতে দেখতেই ইস্ত্রি চালিয়ে নিভাঁজ করছে ঋকের ইউনিফর্ম...। ও দিকে নিজের প্রস্তুতিপর্বও কিন্তু থেমে নেই। ঝটাপট গায়ে খানিক জল ঢেলে, ড্রেস-ফেস চড়িয়ে রিয়া দেবী ডাইনিং টেবিলে হাজির। ছেলেকে খাওয়াচ্ছে, নিজে খাচ্ছে...। কোনও এক ফাঁকে বন্দনাকেও চা বানিয়ে দিল। রিয়া-ঋকের কলতানের মাঝে বাপ্পাও কখন স্যুট-টাই হাঁকিয়ে রেডি। খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে মার্জারিন মাখানো টোস্ট, ভেজিটেবল জুস আর ডিমসেদ্ধ গিলছে। অথবা দুধ কর্নফ্লেক্স কলা পেঁপে। তারপর তো দে ছুট। প্রথমে মা ছেলে, প্রায় পিছন পিছন বাপ্পা। উফ, কী গতি, কী গতি!

বন্দনার ভারী ধন্দ লাগে এক-এক সময়ে। সুখেন্দুরও তো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

চাকরিবাকরি ছিল, সময় মেপে ব্যাঙ্কে পৌঁছতে হত রোজ। নিজেও বন্দনা চৌত্রিশ বছর পড়িয়েছে স্কুলে, প্রেয়ারের আগে হাজিরা দিয়েছে চিরকাল। বাপ্পার স্কুলবাসও ঘড়ি ধরেই আসত, পাল্লা সওয়া নটায়। তার আগে বাপ্পাকে তৈরি করো, ব্যাগ-টিফিন গুছিয়ে দাও, ভাত খাওয়াও...। রান্নাটাও তখন নিজের হাতেই করত বন্দনা। আর সুখেন্দুও তো প্রতিদিন বাজার যেতই। এত হুটোপাটি কি তারা করত তখন? নাকি গতি এরকমই ছিল, নিজেরাই গতিটার মধ্যে থাকত বলে সেভাবে টের পেত না বন্দনা? এখন নিশ্চুপ দর্শকের ভূমিকা, তাই কি চোখে লাগছে?

আর একটা কথাও মনে হয় বন্দনার। তিন মূর্তি বেরিয়ে গেলে প্রকাণ্ড এই ফ্ল্যাটখানা পলকে নিঝুম। ঘড়ির কাঁটা যেন আর চলতেই চায় না। এই স্থবির সময়ের, কিংবা বড় জোর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা সময়ের, পাশাপাশি দেখে বলেই কি কেজো সকালটাকে বেশি বেগবান মনে হয়? হয়তো বা।

তবে হ্যাঁ, সময়ের যে নিজস্ব কোনও গতি নেই, বন্দনা ভাল মতোই জানে। আগে জানত বইপড়া বিদ্যে হিসেবে, এখন জীবন দিয়ে বোঝে। সুখেন্দুর মৃত্যুর পর কী অদ্ভুতভাবে থেমে গিয়েছিল সময়টা। এক একটা দিন যেন এক একটা বছর। কাটতে চায় না, কাটতেই চায় না। তারপর একটু একটু করে কখন যেন নড়তে শুরু করল। পুরনো ছন্দে না হলেও ঢিমেতেতালায়। কাজ করছে টুকটাক, বেরচ্ছে এ দিক সে দিক...। তা ছাড়া চেনা পরিবেশ আর পরিচিত আবহও তো সময়কে বইয়ে নিয়ে যায়, একা থাকার দুঃসহ ভার কমিয়ে আনে ক্রমশ। অর্থাৎ কিনা জীবন যেভাবে এগোয়, সময়ের চলনও সেভাবেই বদলায়। নয় কি?

ভাতের থালায় বসে এ সবই হাবিজাবি ভাবছিল বন্দনা। মাত্র দশ দিনে এখানেও তো সময় এক ধরনের ছন্দ পেয়ে গেল। প্রথম এক-দুটো দিন একা একা বন্দনার হাঁপ ধরে যেত। এখন আর তেমনটা লাগে কি? দিব্যি তো শুনশান প্রকাণ্ড ফ্ল্যাটটায় ঘোরে এ ঘর ও ঘর, কিংবা গড়ায় বিছানায়, অথবা খানিকক্ষণ বই-ম্যাগাজিন উলটোল, তাতেও না মন বসলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ব্যালকনিতে। বাধো বাধো ভাব কাটিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক-আধটা পদ রান্নাও করছে এখন। কোনও দিন হয়তো দইমাছ বানাল, কিংবা মুড়িঘণ্ট, কোনও দিন বা পায়েস পাটিসাপটা। রিয়া খুশি হয় কি না বোঝা যায় না, তবে অখুশিও হয় না বোধ হয়। বাপ্পার মতো উচ্ছ্বাস না দেখালেও খায় তো চেটেপুটে। তা এই সব রান্নাখাওয়া সারতে সারতেই বন্দনার বেলা কাবার। এই যে গিয়ে শোবে এখন, খানিক বাদেই এসে যাবে পার্বতী। তার পরেই ঝক। আর নাতি ফিরলে তো কথাই নেই, সময়টাই দুলতে থাকে অন্য লয়ে।

টেলিফোন বাজছে। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলতেই বন্দনার মুখে ভরাট হাসি। বাপ্পা।

খুশি খুশি মুখে বন্দনা বলল—কী রে, রোজই দেখি এ সময়ে ফোন করছিস! দুপুরবেলা কি কাজকর্ম থাকে না?

—এটাও তো আমার কাজ মা। মেহেমান্‌দারিতে ত্রুটি থাকলে চলবে কেন!

—অ্যাই, ছেলের সংসারে মা বুঝি মেহেমান?

—পাকাপাকিভাবে তো তুমি থাকবে না মা। সুতরাং অতিথিই ভাবতে হচ্ছে...। যাক গে, করছটা কী এখন?

—খাচ্ছি।

—ওয়াও! আজ লাঞ্চে কী মেনু?

—মুসুর ডাল, আলুভাজা, বাঁধাকপি, ভেটকি মাছের ঝোল...

—আলুভাজা মানে ওই প্যাকেটের চিপ্‌স?

—হ্যাঁ রে। আমার আর ভাজাভুজিতে যেতে ইচ্ছে করল না। শুধু ভাতটাই যা ফুটিয়ে নিলাম...

—চাটনি করে রাখেনি বিজয়?

—দেখছি না তো।

—রিয়াটা একেবারে যাচ্ছেতাই। জানে তুমি চাটনি ভালবাস, তবু করিয়ে রাখতে পারে না। বাপ্পার স্বরে বিরক্তি ঝরছে—বিজয় এলে আজ বলবে তো...

ছেলের খবরদারিতে বন্দনা যথারীতি আপ্লুত। আবার শঙ্কিতও মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে। স্বহস্তে কিছু রাঁধাটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু বিজয়কে হুকুম করাটা উচিত হবে কি? রান্নার সময়ে বিজয়কে মোবাইলে রিয়া নির্দেশ পাঠায়, বন্দনা দেখেছে, তার পরেও...? রিয়ার কপালে যদি একটা ভাঁজও পড়ে, বন্দনার কি সহ্য হবে? দুটো বছর আগে হলেও রিয়ার অসন্তোষকে বন্দনা থোড়াই আমল দিত, এখন যেন সেই জোর আর নেই। সুখেন্দু যদিও সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাত না, তবু তার অনুপস্থিতিটাই যেন বন্দনাকে কমজোরি করে দিল। কেন যে চলে গেল সুখেন্দু!

স্বর যথাসম্ভব লঘু রেখে বন্দনা বলল—ছাড় তো। চাটনি না খেলে কী হয়!

—তবু...থাকবে নাই বা কেন! ডু ওয়ান থিং। কিচেন ক্যাবিনেটে বোধ হয় আমের আচার আছে, বার করে নাও।

—অ্যাই, বেশি কর্তালি ফলাস না তো। বন্দনা প্রসঙ্গটা ঘোরানো চেষ্টা করল—তুই আজ দুপুরে কী খাচ্ছিস?

—অ্যাজ ইউজুয়াল। চিকেন স্টু, স্যালাড, টকদই।

—কী করে যে ওই খেয়ে থাকিস!

—অভ্যেস হয়ে গেছে মা। ভরা পেটে কাজে লেথার্জি আসে। আর চুটিয়ে খাওয়ার জন্য রাত্তিরটা তো রইল। জম্পেশ করে আজ আবার একটা কিছু বানাও দেখি।

—বল কী খাবি?

—অনেকদিন তোমার হাতের প্রন মালাইকারি সাঁটানো হয়নি। বেশ নারকেলের দুধটুধ দিয়ে, একটু মিষ্টি মিষ্টি...

ফোন ছেড়ে খাবার টেবিলে ফিরল বন্দনা। হৃদয়ে আনন্দের সুরধুনী। বাপ্পার ছোটখাটো বায়নাগুলো এখনও যেন কুলকুল করে বুকে। যেন নেচে নেচে বলে, যতই যা হোক, বাপ্পা মোটেই বন্দনার পর হয়ে যায়নি।

এক লহমায় আহার শেষ। আঁচিয়ে উঠে বন্দনা ফ্রিজ খুলল। পলকে নিবে গেছে একটু আগের খুশিটুকু। রিয়ার পেল্লাই ফ্রিজের গহ্বর মালে মালে ঠাসা। চিজ থেকে চানাচুর, ময়দা থেকে মাংস, তিন-চার রকমের মাছ, এনতার শাকসবজি, সবই আছে, শুধু চিংড়িটাই নেই। ছেলেটা মুখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফুটে একদিন বলল...! এ তো আর কলকাতা নয়, যে বন্দনা টুক করে বেরিয়ে কিনে আনবে। এ শহরের কিছুই তো সে চেনে না। আহা রে, আজ যদি সুখেন্দু থাকত...!

ভার ভার মুখে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল বন্দনা। চোখে আড়াআড়ি হাত রেখে। হঠাৎ কেমন অস্থির অস্থির লাগছে। দু-চার মিনিট এ পাশ ও পাশ করল, তারপর উঠে টিভির রিমোট খুঁজছে। এ ঘরের টেলিভিশনটা তেমন প্রকাণ্ড নয়, তবে নতুন। ছবি ঝকঝক করে। কিন্তু টিভি খুলে বন্দনা দেখবেটা কী? সবেধন নীলমণি একটা মাত্র বাংলা চ্যানেল তো ধরা যায়, সেখানেও এখন অখাদ্য প্রোগ্রাম। হিন্দি ইংরেজি আর গণ্ডা গণ্ডা দক্ষিণী চ্যানেলে বন্দনার কণামাত্র স্পৃহা নেই, খামোখা বোকা বাক্সটা চালিয়ে কী লাভ!

পায়ে পায়ে লাগোয়া ব্যালকনিতে এল বন্দনা। এই ভাল, এখানে খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে মনটা তাও অন্যরকম হয়ে যায়। হু হু করে সময় কাটে। দিন নেই, রাত নেই, ব্যাঙ্গালোরে সারাক্ষণই একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়। গতবার বাপ্পার জয়নগরের বাড়িটায় সেভাবে মালুম হয়নি, একটু যেন চাপা চাপা ছিল দু কামরার ফ্ল্যাটটা। এবার কোরামঙ্গলার এই খোলামেলা অট্টালিকায় পবনদেব কিন্তু দস্তুর মতো জানান দিচ্ছেন। সকালসন্ধে তো রীতিমত কাঁপন ধরে হাড়ে, জানলার শার্শিগুলো এঁটেসেঁটে বন্ধ রেখে তবে শান্তি। দুপুরবেলায় ওই হাওয়াই অবশ্য নরমসরম আরাম বিলোয় শরীরে। দশতলা থেকে নীচের রোদ ঝলমল পৃথিবীটাকে ভারি মায়াবী লাগে তখন। মানুষগুলো যেন অলীক খুদে খুদে পুতুল, ছুটন্ত গাড়ি যেন দম দেওয়া পুচকে পুচকে খেলনা, আর তার মাঝেই কংক্রিটের জঙ্গলে সবুজে সবুজে ছোপ, দক্ষিণী রুদ্রপলাশে রক্তিম আবেশ। এয়ারপোর্ট এখান থেকে খুব একটা দূর নয়, এরোপ্লেনের ওঠানামা চোখে পড়ে ঘন ঘন। উড়ন্ত বিমান যেন অনেক দূরে নিয়ে চলে যায় বন্দনাকে, অনেক অনেক দূরে। ক্রমশ আবছা হয়ে আসে শহরটা। দূরমনা বন্দনা তখন ভাসতে থাকে স্মৃতির আকাশে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রাগ-অভিমান মেশানো কত যে ছবি সেখানে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বন্দনা স্পষ্ট দেখতে পায়, কলেজের রি-ইউনিয়নে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করছে এক যুবক, 'আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা...।' মোহিত এক তরুণী অনুষ্ঠানের শেষে নিজেই যেচে আলাপ করলে। লাজুক মুখে বলছে—আপনার স্টাইলটা কিন্তু একদম শম্ভু মিত্রের মতো।

ফুলপ্যান্টের ওপর খদ্দরের পাঞ্জাবি প্রাক্তনীটির সপ্রতিভ জবাব—নকলনবিশির জন্য অভিনন্দন পেয়ে খুশি হলাম।

—ইশ, নকল কেন হবে! ভয়েসটা তো অরিজিনাল।

—ওইটুকুই তো সম্বল। নামটা জানতে পারি?

—বন্দনা ঘোষ। হিস্ট্রি অনার্স। সেকেন্ড ইয়ার।

—আমি সুখেন্দু মুখার্জি। সদ্য এম-এ টপকে কাঠবেকার।

ব্যস, আর কী, দে দোল দোল, দে দোল দোল, এ মহাসাগরে তুফান তোল...কী জ্বালান যে জ্বালিয়েছে সুখেন্দু! অর্ধেক দিন তো বন্দনাকে ক্লাস করতে দিত না। হয় কফি হাউস চলো, নয় ঝাঁঝাল রোদ্দুরে গঙ্গার পাড়। ইডেন, ভিক্টোরিয়া, বোটানিক্সের প্রতিটি ঘাসপাতা বোধ হয় চেনা হয়ে গিয়েছিল। বিয়েটা হল চার বছর বাদে, সুখেন্দু ব্যাঙ্কে চাকরিটা পাওয়ার পর। কত অশান্তি যে হয়েছিল বিয়েতে। ব্রাহ্মণপুত্রের সঙ্গে কায়স্থকন্যার পরিণয়...সুখেন্দুর বাবা তো প্রথমে মানতেই চাননি, বিয়ের অনুষ্ঠানটা পর্যন্ত হতে দেননি বাড়িতে। রেগেমেগে বেরিয়ে এল সুখেন্দু, বউ নিয়ে সংসার পাতল রানিকুঠির দেড় কামরার সেই ভাড়াবাড়িটায়। ওখানেই তো বাপ্পার জন্ম। তারপর বন্দনার চাকরি, বাড়ি বদলে আর একটু বড় বাড়ি, অবশেষে টালিগঞ্জে মনের মতো একটা ফ্ল্যাট। আর এভাবেই গড়াতে গড়াতে, গড়াতে গড়াতে, সাঁইত্রিশটা বছর পার। মাঝে কি সুখেন্দুকে একটু দূরে সরিয়ে দিয়েছিল বন্দনা? বেশি বাপ্পা বাপ্পা করে? একটা সময়ে তো বাপ্পা বিনা জগৎই নেই বন্দনার। সুখেন্দুর অফিস কলিগের বিয়ে, বন্দনা যেতে পারবে না, বাপ্পার পরীক্ষা আছে। সুখেন্দু কাশ্মীর যাওয়ার জন্যে ছটফট করছে, বন্দনা বেমালুম উৎসাহে জল ঢেলে দিল। সামারে বাপ্পাদের স্কুলে স্পেশাল কোচিং হবে, অতএব নো ভ্রমণ! সুখেন্দুর বন্ধুরা দল বেঁধে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিকনিকে যাচ্ছে, একমাত্র বন্দনাই সেখানে গরহাজির! খারাপ লাগত কি সুখেন্দুর? অভিমান হত? নাহ্, বুঝতে দেয়নি কখনও। বড় চাপা ছিল, বড্ড চাপা। হায় রে বন্দনা, অত ছেলে ছেলে করে কী পেলি শেষমেশ? কোথ্থেকে একটা মেয়ে এসে হাত ধরে টানল, অমনি বাপ্পা ফুড়ুৎ!

এখন অবশ্য বাপ্পার বয়স হচ্ছে, একটু একটু করে মায়ের ওপর টানটাও ফিরছে যেন। কিন্তু তাতে আর এখন বন্দনার কী আসে যায়! অত বছরের সঙ্গীই যার হারিয়ে গেল, বাপ্পা তাকে কী দিয়ে ভরাবে?

অন্দরে ফের টেলিফোনের ঝংকার। আবার বাপ্পাই কি?

উঁহু, এবার অর্চনা। বন্দনার দিদি।

—কী রে বুনু, তোর কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন? আমাদের কি ভুলে গেলি?

সত্যি তো, এখানে এসে পৌঁছসংবাদটা দেওয়ার পর আর যোগাযোগ করা হয়নি দিদির সঙ্গে! নাহ্, এই আলসেমির ক্ষমা হয় না। ক্ষণপূর্বের ঘোর কাটিয়ে বন্দনা বলে উঠল—না রে, রোজই একবার ভাবি তোকে ফোন করি...

—বাজে বকিস না। অর্চনার স্বরে কপট অনুযোগ—ছেলে পেয়ে খুব আত্মহারা হয়ে আছিস, অ্যাঁ?

—ধুর, ছেলেকে আর পাই কোথায়! সে বেরিয়ে যায় আটটায়, ফেরে সেই নটা বাজিয়ে। এসেই খেতে বসে গেল, খাওয়ার পাতে দুটো-চারটে কথা হল কী হল না, শতবার তার মোবাইল ঝনঝন। কী যে ছাই এক যন্ত্র হয়েছে, ঘরে ফিরলেও অফিস ঠিক যন্ত্রে সেঁধিয়ে আছে!

—সত্যি, আজকাল এই এক ঢং হয়েছে বটে। রানা তো সারাক্ষণ গজগজ করে, কোম্পানিগুলো সব চামারের বেহদ্দ, তিনজনের মাইনে দিয়ে পনেরোজনের কাজ ওঠাচ্ছে। আরাম-বিশ্রাম বলে কোনও বস্তু আর এ দেশে থাকবে না।

—বাপ্পা অবশ্য ও সব বলে না। জানিস তো, চিরকালই ও কেমন কাজপাগল। খাটতে পারেও বটে। এক একদিন তো দেখি গভীর রাতে আমেরিকার সঙ্গে বাবু কনফারেন্স কল চালাচ্ছেন!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

— সে যত ইচ্ছে করুক কাজ। কিন্তু তোকে ডেকে ডেকে কলকাতা থেকে তুলে নিয়ে গেল, অথচ ঠিক মতো কম্পানি দেবে না, এ তো ঠিক নয়।

—না না না, দিচ্ছে সময়। যতটুকু পারে। বন্দনা তাড়াতড়ি ছেলের হয়ে সাফাই গাইল—এই তো রোববারই একটা ক্লাবে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ছিলাম।

—তুই ক্লাবে যাচ্ছিস?

—ছেলের দৌলতে হয়ে গেল আর কী। সে এক বিশাল ক্লাব। শুধুমাত্র বড় বড় এগ্‌জিকিউটিভরাই এন্ট্রি পায়। বন্দনার স্বরে ঈষৎ গর্ব—বাপ্পার অফিস বাপ্পাকে ওখানে মেম্বার করে দিয়েছে।

—কী করলি সেখানে?

এবার সামান্য ফাঁপরে পড়েছে বন্দনা। সত্যি বলতে কী, বন্দনা তো সেখানে কিছুই করেনি। দিনটাকে তো উপভোগ করল বাপ্পারাই। ঋককে নিয়ে বোলিং খেলল রিয়া, কস্টিউম পরে মা-ছেলে ঝাঁপাঝাঁপি করল সুইমিং পুলে, বাপ্পা টেনিস কোর্টে নামল, বিয়ার খেল বোতল বোতল, আড্ডা মারল চেনাজানাদের সঙ্গে...। আর বন্দনা? স্রেফ একটা মাসিমা-মাসিমা মুখ করে, ঠোঁটে ইলাস্টিক হাসি ঝুলিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

ঢোক দিলে বন্দনা বলল—ক্লাবে যেতে আসতেই তো অনেকটা সময়। সিটির বাইরে তো। তবে শর্ট ড্রাইভে যাওয়ার জন্যে জায়গাটা চমৎকার। দারুণ সাজানোগোছানো, চারদিকে প্রচুর গাছগাছালি, ফুলের বাগান...একটা কী সুন্দর আঙুরখেতও ছিল। এ পাশে ও পাশে ঘুরলাম, বেড়ালাম, জব্বর খাওয়াদাওয়া হল...

—বাহ্, বাহ্। ওখানে তোর তা হলে মন্দ কাটছে না!

—বলতে পারিস। কলকাতার একঘেয়েমির বাইরে এসে...এক ধরনের চেঞ্জ তো বটে।

—তা হলেই দ্যাখ, তুই মিছিমিছি যাব না যাব না করছিলি! ...তা নাতির সঙ্গে খাতির জমল?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—প্রথম এক-দু দিন তো সে লজ্জায় অধোবদন। এখন আড় ভেঙেছে। গা ঘেঁষে বসে রাশিয়ান ফোক্‌টেল শোনে। টকাটক বাক্যিও ছোটায় খুব।

—বাংলা বলছে এখন?

—হ্যাঁ রে, অনেকটাই সাব্যস্ত হয়েছে। আমেরিকান অ্যাকসেন্টে এমন মিষ্টি মিষ্টি করে বলে, শুনতে ভীষণ মজা লাগে। হিন্দিও বলছেন তিনি।

—তা তো বলতেই হবে। অবাঙালিদের মধ্যে বাস।

—না রে, সে জন্য নয়। বন্ধুদের সঙ্গে ঝক থোড়াই হিন্দি বলে। ওই টুকু টুকু বাচ্চা...তদের মুখে সর্বক্ষণ ফটর ফটর ইংরেজি। বাঙালি বাচ্চাও তো কম নেই কমপ্লেক্সে, তারাও দেখি নিজেদের মধ্যে বাংলা বলে না। সব আংরেজকা বাচ্চা। বন্দনা হাসল—আমাদের ঝক হিন্দি শিখছে ভায়া পার্বতী। রিয়ার কাজের লোক।

—রাতদিনের?

—উঁহু, দুপুরে আসে, সন্ধেয় যায়। কত মাইনে নেয় জানিস? আড়াই হাজার।

—বলিস কী করে?

—একটা রান্নার লোকও আছে। থাকে ঘণ্টা দুয়েক। সে পায় তিন। শুনে তো আমার পিলে চমকে যাওয়ার জোগাড়। বাপ্পা বলল, ব্যাঙ্গালোরে এদের রেট নাকি এরকমই। যত বড় হাউজিংয়ে ঢুকবে, তত বেশি স্যালারি।

—হুম, ব্যাঙ্গালোর তো এখন বড়লোকের শহর। ওখানে তো টাকা উড়ছে।

—জিনিসের দামও আগুন। ছেলেমেয়েরা মাইনে পাচ্ছে মুঠো মুঠো, খরচও করছে দেদার। এই বাপ্পাই যে ফ্ল্যাটটায় রয়েছে, ভাড়া কত আন্দাজ করতে পারিস?

—কুড়ি-পঁচিশ হাজার?

—পঁয়তাল্লিশ।

ওপারে অর্চনা ক্ষণকাল নীরব। তারপর স্বর ফুটেছে—এত ভাড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে থাকাটা কিন্তু বোকামি। ব্যাঙ্গালোরেই থাকবে যখন, একটা কিনে নিলেই তো পারে।

—কিনবে। দেখাদেখি, খোঁজাখুঁজির পালা চলছে। তবে বাপ্পার তেমন একটা গা দেখি না। অফিস থেকেই ভাড়াটা পেয়ে যায় তো।

—তা হলেও...নিজের বাড়ি হল নিজের বাড়ি। অ্যাসেট। ভাড়া অফিসই দিক, কী নিজের পকেট থেকে যাক, অপচয় তো! তুই একটু বুঝিয়ে বলতে পারছিস না?

—ওরা এ সব পাত্তাই দেয় না। টাকা যেন ওদের কাছে খোলামকুচি। এই তো নতুন একখানা গাড়ি কিনে পুরনোটা ফেলে রেখেছে। আমি আসার পর একদিন তো মাত্র হাত পড়ল গাড়িটায়। শনিবার আমায় শপিংমলে নিয়ে গেল রিয়া...

—সাবাশ! রিয়ার অনেক উন্নতি হয়েছে তো! শাশুড়িকে নিয়ে শপিংয়ে যাচ্ছে!

রিয়া যে এখন তার প্রতি খানিকটা হলেও সদয়, তেমন কোনও বাঁকাচোরা কথা শোনাচ্ছে না, এ তো বন্দনাকে স্বীকার করতেই হয়। তবু বলে ফেলল—ছুটির দিন ছিল তো, তাই বোধ হয় একা ফেলে যেতে বাধছিল। তার ওপর ঋকও আবদার জুড়ল, গ্র্যানিকে নিয়ে চলো, গ্র্যানিকে নিয়ে চলো...

—তা মহারানির এখন মেজাজমর্জি কেমন?

—মৌজসে আছে। চুটিয়ে অফিস করছে।

—আর সংসার? কাজের লোকের ভরসায়?

—করে টুকটাক। যখন সময় পায়।

—তোর যত্নআত্তি করছে?

—ওর যত্নের কি কখনও তোয়াক্কা করেছি রে দিদি? কলকাতায় তো দেখেইছিস, কুটোটি নাড়তে দিইনি। তারপর ব্যাঙ্গালোরে যখন সেই প্রথমবার এল, আমিই এসে সংসার গুছিয়ে দিলাম। আর নিউ ইয়র্কে তো মহারানি বাচ্চা নিয়েই জবুথবু, আমাকেই তো গিয়ে তার সেবা করতে হল। ও দেশে তো আর কাজের লোক মেলে না, অতএব শাশুড়িই আয়া,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শাশুড়িই চাকরানি...

—বুঝলাম। তুই ফিরছিস কবে?

—দেখি। সামনেই ঋকের জন্মদিন, ওটা পার করে...

দিদির সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ বাক্যালাপ চালিয়ে টেলিফোন রাখল বন্দনা। সোফায় গিয়ে বসেছে। মনটা খচখচ করছে হঠাৎ। রিয়ার অত বদনাম করাটা কি ঠিক হল? মেয়েটা এখন দশভুজা হয়ে চাকরি সংসার, দু কুল সামলায়। বাজারহাটের দায়িত্বটা পর্যন্ত বাপ্পা চাপিয়ে রেখেছে রিয়ার ঘাড়ে। কী যে যুগ এল, মাছের বাজারে ঘোরাটাও এখন মেয়েদের কাজ! বন্দনার কথাও কি রিয়া আলাদা করে ভাবছে না? প্রায় রোজই তো এটা সেটা কিনে আনছে। কাল নিয়ে এল মুখরোচক গোবি মাঞ্চুরিয়ান, তার আগে একদিন গরমগরম মোমো...। শনিবার তো জোর করে একটা ভ্যানিটিব্যাগ উপহার দিল। বেশ দামি। লোক দেখানো হোক আর যাই হোক, হাত উঠছে তো। বন্দনার প্রেশারটাও তো একদিন চেক করাল, নিজে থেকে।

নাহ্, মেয়েটার চালচলন আর মোটেই আগের মতো উগ্র নেই। অন্তত বন্দনার তো লাগছে না।

তবু যে কেন প্রাণ খুলে রিয়ার প্রশংসা করতে পারল না বন্দনা? কোথায় যে আটকায়? সে কি হিংসে করছে রিয়াকে? বৈভব উপচে পড়া একটা ভরভরন্ত সংসারের অধিশ্বরী হয়ে আছে বলে? ছেলেকে বেদখল করার পুরনো জ্বালা কি বন্দনার যায়নি এখনও? সুখেন্দু নেই বলেই কি হাহাকারটা এখন নতুন করে বাজছে?

নাহ্, নিজেকে ঠিকঠাক চিনে উঠতে পারছিল না বন্দনা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৪

নিজেকে চেনা সত্যিই বড় কঠিন। কথাটা আজকাল মর্মে মর্মে টের পায় রিয়া। এই যে শেষবিকেলে সে ঘাড়-মুখ গুঁজে দেশ-বিদেশের রাশি রাশি ক্লায়েন্টের ইনশিওরেন্সের ডাটা ঘাঁটছে, এই কাজ কি তার ভাল লাগে? অথচ চাকরি করার সিদ্ধান্ত তো সে নিজেই নিয়েছে। একসময়ে তীব্র অনীহা থাকা সত্ত্বেও।

কেন করছে তবে রিয়া চাকরি? মাইনেও তো আহামরি কিছু নয়, বছরে মাত্র এইট পয়েন্ট ফোর। অর্থাৎ মাসে সত্তর হাজার। ও দেশের হিসেবে দু হাজার ডলারও নয়। ওখানকার মেক্সিকান মেডগুলোও এর চেয়ে বেশি কামায়। নিউ ইয়র্কে হলে এমন চাকরি রিয়া ছুঁয়েও দেখত কি? এখানে তবে কীসের বাধ্যবাধকতা? সাংসারিক ঠেকা? হা, সাগ্নিক মুখার্জির সংসারে রিয়ার রোজগারের কতটুকুই বা দাম!

হ্যাঁ, অন্য একটা দায়বদ্ধতা আছে হয়তো। অস্টিওপোরেসিস রিয়ার মাকে বেশ পেড়ে ফেলেছে, ওষুধে আর সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, ফিজিওথেরাপি চলছে নিয়মিত। চিকিৎসার বিশাল খরচা গোনা রিয়ার বাবার পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর। কতই বা পেনশন জোটে, বড়জোর বারো-চোদ্দ হাজার। রিয়া কিছু পাঠালে অবশ্যই সাশ্রয় হয়। সাগ্নিককে বললে সে ঝড়াক্‌সে টাকা ফেলে দেবে, কিন্তু বাবার জন্যে রিয়ারই তো উপার্জন করা উচিত। ভাইটা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেলে রিয়াকে কি এ সব ভাবতে হত?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

রিয়া কি তবে বাবা-মার কথা ভেবেই চাকরি করছে? কিন্তু রিয়ার বাবা তো মেয়ের টাকার প্রত্যাশী নয়। বরং টাকা পাঠালে আপত্তিই করে। বলে, ব্যাঙ্কে আমার কিছু তো আছে, তুই অযথা ভেবে মরিস কেন!

তা হলে কারণটা ঠিক কী? রিয়া কি তবে নিজের তাগিদেই নিজেকে অফিসে জুতেছে? পায়ের তলার মাটিটাকে সে শক্ত করতে চায়? এক বার বিশ্বাসের জমি ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, আর কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা তার সাজে!

মোবাইল সুর তুলেছে। মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে সেলফোনটা হাতে নিল রিয়া। জয় কলিং।

—হাই! এই অবেলায় হঠাৎ প্যাঁপোর-পোঁ?

—কাজে খুব ফেঁসে আছিস নাকি?

—একটু। ঘুরন চেয়ার ছেড়ে উঠল রিয়া। কোমর ছাড়াতে ছাড়াতে বলল,—এবার কাটব।

—তুই এখনও জেট লাইফেই আছিস তো?

—অ্যাই, সাগ্নিকের কথায় ভাও খাস না। আমি কি রোজ রোজ জব পাল্টাই নাকি?

—দ্যাটস গুড বেবি। ডেইলি বাস পালটানোটা কোনও কাজের কথা নয়।

রিয়া হেসে ফেলল। ব্যাঙ্গালোরে এটা এখন চালু জোক। ইলেকট্রনিক্স সিটিতে শয়ে শয়ে বাস ঢোকে রোজ, কাতারে কাতারে কর্মী নিয়ে। ভয়ঙ্কর ট্রাফিক জ্যামে মাঝে মাঝেই নিথর দাঁড়িয়ে পড়ে বাসগুলো। তখন এক কোম্পানির হিউম্যান রিসোর্সের লোক নাকি অন্য কোম্পানির বাসে উঠে হাঁকতে থাকে, তিনটে ভেকেন্সি...দু বছর ইউ-এস...! কেউ চেঁচায়, ছটা ভেকেন্সি...পাঁচ বছর ইউ-এস...! শুনেই এক বাস থেকে অন্য বাসে চলে যায় কেউ কেউ। চাকর বদল এখন ব্যাঙ্গালোরে বাস বদলের মতোই অতি সহজ প্রক্রিয়া।

রিয়া হাসতে হাসতে বলল,—ফাজলামো রাখ। টক শপ। ফোন করলি কেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তোর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। ওয়ান্ট টু ডিসকাস সাম সিরিয়াস ম্যাটার।

—কী?

—ফোনে কি সব কথা হয়? উই হ্যাভ টু মিট টুগেদার। তুই আজ ফোরামের গেটে নেমে পড়।

—তার পর?

—আমি তোকে ড্রপ করে দেব। কোরামঙ্গলায় একটা ছোট কাজও আছে, সেরেও আসব ওই চান্সে।

রিয়া ভাবল দু-এক পল। জয় তার স্কুলের বন্ধু। বহুকাল যোগাযোগ ছিল না, সাগ্নিকেরই এক বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে জয়কে। ইলেকট্রনিক্স সিটিতেই আছে জয়, তবে অন্য প্রান্তে। ছুটিছাটায় আজকাল মাঝে মাঝেই বাড়িতে আসে জয়। কখনও একা, কখনও সস্ত্রীক। এমন পথেঘাটে দেখা করার কথা বলেনি তো কোনওদিন! ব্যাপারখানা কী?

ঘড়ি দেখে রিয়া বলল—ও কে। আমি সাতটা নাগাদ পৌঁছচ্ছি।

অফিস-বাস থেকে নেমে অপেক্ষা করতে হল না। অত্যাধুনিক শপিং মলটার সামনেই জয় দণ্ডায়মান। রিয়াকে বলল—চল, ওপরের ফুডকোর্টে গিয়ে বসি।

জয়ের মুখটা যেন কেমন থমথমে! ভুরু কুঁচকে রিয়া প্রশ্ন করল—হয়েছেটা কী? এনি মিসহ্যাপ?

—বলছি। চল না ট্রানজিটে।

হরেক কিসিমের খাদ্যবিপণিতে ভরা বাজার যথারীতি গমগমে। কোলাহলে কান পাতা দায়। তারই মাঝে একটা টেবিল খুঁজে কফি স্যান্ডুইচ নিয়ে বসল দুই বন্ধু। স্যান্ডুইচ হাতে এ দিক ও দিক তাকাচ্ছে জয়। আচমকা বলল—ওই কাপল্‌টাকে দেখেছিস? শিওর বাঙালি।

—তো?

—মনে হয় নতুন বিয়ে। মাল্টিপ্লেক্সে মুভি দেখতে যাওয়ার আগে কিছু সাঁটিয়ে নিচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তো?

—ব্যাঙ্গালোর এখন বাঙালিতে বাঙালিতে ছয়লাপ। সে দিন একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখছিলাম, চার লাখ নাকি এন্ট্রি নিয়েছে। কর্নাটকিরা তো এমনিতেই খচে আছে, তাদের ছিমছাম শহরটাকে বরবাদ করা হচ্ছে বলে।

—হোয়াই আটারিং দিজ স্টেল গসিপ্‌স? রিয়া কফিতে চুমুক দিল—আমার নষ্ট করার মতো সময় নেই।

জোর করে মুখটাকে হাসি হাসি রেখেছিল জয়, চুপসে গেল সহসা। মিয়োনো গলায় বলল—খুব বিপদে পড়েছি রে।

—কী রকম?

—মৌমিতা প্রচণ্ড পাগলামি শুরু করেছে। যখন তখন হিস্টেরিক হয়ে পড়ছে, আবার কখনও বা গুম হয়ে বসে থাকছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নট রেসপন্ডিং টু মাই ডায়ালগ্‌স, নট রেসপন্ডিং টু এনিথিং।

—সে কী রে? হঠাৎ এরকম?

—প্রবলেমটা কিছুদিন ধরেই ফ্লেয়ার আপ করছিল। কাউকে বলিনি। ক্রমশ ব্যাপারটা সিরিয়াস দিকে চলে যাচ্ছে।

—সমস্যাটা কী?

—বুঝতে পারছি না রে। মে বি বিয়ের পাঁচ বছর পরেও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি...মে বি শী ইজ নট লাইকিং মি এনি মোর...

—তোদের মধ্যে কি খুব ঝগড়াঝাঁটি হয়?

—নাহ্।...আই মিন, নাথিং স্পেশ্যাল। আর পাঁচটা হাজব্যান্ড ওয়াইফে যেমন খিটিমিটি চলে...নট মোর দ্যান দ্যাট।

—তোদের সেক্সলাইফ নর্মাল?

—অ্যাদ্দিন অ্যাবনর্মাল ছিল না। রিসেন্টলি সে একদম ফ্রিজিড। টাচ করলে ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয়।

—সত্যিই তো তা হলে চিন্তার ব্যাপার রে। তা বাচ্চাটা হচ্ছে না কেন? কার দোষ?

—আমি ডাক্তার দেখিয়েছি। আই অ্যাম পারফেক্টলি অল রাইট। শী ইজ নট রেডি টু মিট এনি গাইনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—সায়কিয়াট্রিস্ট কনসাল্ট করেছিস?

—সেটা আলোচনার জন্যই তো তোকে ডাকা। যাকে তাকে তো জিজ্ঞেস করা যায় না, কে কী ভেবে বসবে...। তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু, ইউ ক্যান ফিল মি। জয় মাথা চুলকোচ্ছে—আমি কী ভয় পাচ্ছি জানিস তো...সায়কিয়াট্রিস্টরা যা কড়া কড়া ড্রাগ দেয়, তাতেই না মৌমিতা পাগল হয়ে যায়।

রিয়া একটুক্ষণ চুপ করে রইল। সে নিজেও একসময়ে প্রায় মনোরোগী হয়ে পড়েছিল। সাগ্নিকের কারণে। একটা বিচ্ছিরি হীনম্মন্যতায় ভুগত সারাক্ষণ, মনের জোর একেবারে শূন্যে নেমে গিয়েছিল। নিউ-ইয়র্কে নিজেই সায়কিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়ে ভয়ানক দশা থেকে ক্রমে উদ্ধার পেয়েছে সে। জাপানি মনোরোগবিশেষজ্ঞটি তাকে তো খুব বেশি ওষুধ দেয়নি।

কোমল স্বরে রিয়া বলল—ওটা তো তোর প্রিজাম্পশান। দ্যাখ না একবার মিট করে।

—একটা অন্য কাজ করলে হয় না? ধর ওকে যদি কলকাতায় ওর বাবা-মা'র কাছে পাঠিয়ে দিই?

ছেলেরা কি সব এক ছাঁদে গড়া হয়? সাগ্নিকও এরকমই একটা মতলব এঁটেছিল না? রিয়া সরু চোখে বলল—ফ্র্যাঙ্কলি একটা প্রশ্নের উত্তর দিবি?

—কী?

—তোর কি কোনও অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার চলছে? মৌমিতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

—না রে! বিলিভ মি...বিশ্বাস কর। জয় জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। খপ্ করে রিয়ার হাতটা ধরে বলল—আপ অন গড। আমি মৌমিতাকে ভীষণ ভালবাসি।

ভালবাসার কথা রিয়াকে এখন আর তেমন স্পর্শ করে না। তবু জয়ের আবেগটুকু তাকে যেন ছুঁয়ে গেল। মৃদু স্বরে বলল—তা হলে ওকে কাছেই রাখ। কম্প্যাশনেটলি ট্রিট কর। সরিয়ে দেওয়াটা কিন্তু ইনহিউম্যান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে।

—তা হলে আমাকে একটু হেল্প কর।

—কীভাবে?

—মৌমিতাকে বোঝা। সায়কিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়ার জন্য রাজী করা তুই। অ্যান্ড ইফ পসিবল্, একজন গাইনিকেও...

—হুম, সমস্যা। রিয়া মাথা দোলাল—ঠিক আছে, দেখছি কী করা যায়। এখন ওঠ তো, আমার শাশুড়িঠাকরুন এসেছেন, দেরি করলে হয়তো তিনি লুচির মতো ফুলবেন।

জমে থাকা দুশ্চিন্তা উগরে দিতে পেরে জয় যেন খানিক হালকা হয়েছে। তরল স্বরে বলল—সাগ্নিকের মা খুব জাঁদরেল বুঝি?

রিয়া কাঁধ ঝাঁকাল। উত্তরটা হ্যাঁও হয়, নাও হয়। স্যান্ডুইচ সাবাড় করে নেমে এল এস্কালেটর বেয়ে। বিদেশি পণ্যের বাহারি দোকানগুলো পেরিয়ে ফুটপাথে এসেছে।

বহুতল পার্কিংলট থেকে গাড়ি বার করে আনল জয়। রিয়াকে নিয়ে যানজট ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছে। নিচু পরদায় এফ-এম চালিয়ে দিয়ে বলল—তোকে খুব বোর করলাম, তাই না?

রিয়া ঈষৎ আনমনা। নিউ-ইয়র্কের সেই অবসাদগ্রস্ত রিয়াকে মনে পড়ছে। ছোট্ট করে বলল—উঁহু।

—যাক গে, অনেক গোমড়া গোমড়া কথা হল। এবার একটু লাইট হওয়া যাক। ঋকের জন্মদিন সেলিব্রেট করবি বলছিলি, হচ্ছে তো গালা পার্টি?

—ইচ্ছে তো আছে। আফটার অল, নিজের দেশে এটাই ওর প্রথম বার্থডে।

—ভেন্যু নিয়ে কী ভাবলি?

—এখনও কিছু ফিক্স করিনি।

—তবু...

—ব্যাঙ্গালোর তো এখনও তেমন চিনি না...তোর কোনও জায়গা জানা আছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—লোক কত হবে?

—ঋকের বন্ধুবান্ধব আর আমাদের ইন্‌ভাইটি নিয়ে... সত্তর... আশি... মেরেকেটে হানড্রেড।

—আই ক্যান সাজেস্ট ওয়ান কান্ট্রি ক্লাব। সারজাপুর রোডের দিকটায়। কোয়ায়েট প্লেস, অ্যাওয়ে ফ্রম ডিন অ্যান্ড বাস্‌ল...ওদের কেটারিং সার্ভিস আছে...সুন্দর লন, বড়সড় হল...

—উম্‌। দেখি ভেবে।

—ও কে। ডিসাইড করলে আমায় রিং করে দিস। আমি ওদের মেম্বার। আই উইল অ্যারেঞ্জ ফর এভরিথিং।

—মনে থাকবে।

কথায় কথায় এসে গেছে কসমিক টাওয়ার। গাড়ি থামিয়ে জয় বলল—মৌমিতার কেসটাও কিন্তু মাথায় রাখিস।

—শিওর। রাস্তায় নেমে হাত নাড়ল রিয়া—ডোন্ট ওরি। পারলে কামিং সানডের মধ্যে তোর বউকে মিট করছি।

জয় রওনা দেওয়ার পর রিয়ার কেন যেন হাসি পেল। একটা সূক্ষ্ম দেওয়া নেওয়ার খেলা হল কি? মৌমিতা এবং কান্ট্রি ক্লাব? ধুস, মনটা বড় প্যাঁচালো হয়ে গেছে রিয়ার। সাদা সরল বিষয়কেও কেন যে বাঁকা চোখে দেখে!

ফ্ল্যাটের বেল বাজাতেই ঋক দৌড় এসে দরজা খুলেছে। রিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল—আমরা চিকেন নাগেট খাচ্ছি। গ্র্যানি ফ্রাই করেছে।

—সে কী? তুমিও খাচ্ছ?

—পাপা একটা দিল। ওনলি ওয়ান।

—পার্বতী আন্টি কোথায়?

—চলে গেছে।

সাগ্নিক আজ জলদি জলদি ফিরেছে। দু হাত নেড়ে কী এমন কাহিনি শোনাচ্ছে, গদগদ হয়ে শুনছেন পাশুড়িমা! কাঁধের ব্যাগ ঘরে রেখে রিয়া লিভিং হলে ফিরল। আলতো হেসে জিজ্ঞেস করল—কী গল্প

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলছে দুজনের?

—আমাদের নতুন প্রজেক্টটার কথা মাকে বলছিলাম। কত বড় একটা টিম নিয়ে কীভাবে একের পর এক সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে হচ্ছে, কিংবা ইনফরমেশন ব্যাঙ্ক বাড়াচ্ছি...

—অ। রিয়া আঙুলের আঁচে জল ঢেলে দিল। বন্দনাকে বলল—এই যাহ্, আজও আপনার চিংড়িমাছ আনা হল না। কাল ঠিক মনে করে...

—সে হবেখন, তাড়া কীসের। বন্দনা যেন সামান্য আড়ষ্ট—কফি খাবে? করে দেব?

—থাক, ইচ্ছে করছে না।

—তা হলে এই নাগেট খাও।

—এখন তাড়াতুড়ি খেলেই জ্বলল। রিয়া সাগ্নিকের দিকে ফিরেছে—একটা কাজের কথা ছিল। জয় সারজাপুর রোডের দিকে একটা বন্ধু ক্লাবের কথা বলছিল। আজের হোমটাস্কের জন্য ওটা ফ্রয়োজন হয়.

—অসম্ভব। ঋকের জন্মদিন বাইরে কোথাও করবই না।

—কেন?

—অত দূরে যাওয়ার দরকারটা কী? এখানকার কমিউনিটি হলটা রয়েছে কী জন্যে? ফাংশনটা ওখানেই করো। সাগ্নিক যেন রায় ঘোষণা করল। সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিও সাজাচ্ছে—বাইরে কোথাও যাওয়া মানে অযথা টানাটানি...প্লাস, ঋকের এখানেই বেশি কমফর্টেবল লাগবে। তা ছাড়া এখানকার বন্ধুদেরও সুবিধে...। শুধু স্কুলমেটদেরই একটু আসতে হবে, এই যা। তুমি শুধু মেন্যুটা ডিসাইড করো।

ঋক পাশে ঘুরঘুর করছিল। লাফিয়ে উঠে বলল—আই ওয়ান্ট পিৎজা।

সাগ্নিকের কথায় ক্ষুণ্ণ হয়েছিল রিয়া। রাগটুকু ছেলের পর গিয়ে পড়ল—বুর্গড়ের এখনও ঢের দেরি ঋক। মনে রেখো, তার আগে তোমার ফাইনাল এগজাম। পরীক্ষা ভাল না হলে পার্টি ক্যানসেল।

ঋকের ঘাড় ঝুলে গেল। মুখ শুকিয়ে আমসি।

রিয়া আর একটু কঠোর হল—কালকের হোমওয়ার্ক সব হয়েছে?

www.BanglaBook.org

—তিনটে সামস বাকি।

—গো, অ্যান্ড ফিনিশ ইট। খেতে ডাকলে আসবে।

ছলছল চোখে চলে যাচ্ছে ঋক। বন্দনা নিচু স্বরে বলে উঠল—আহা বেচারা!

—কিছু বেচারা নয় মা। মাঝে মাঝে একটু আয়রনিং দরকার। ওতে আহ্লাদিপনাটা কম থাকে।

বাক্যটা শুধু বন্দনাকে নয়, যেন সাত্ত্বিককেও শোনানো গেল। বেশি আদরে সাত্ত্বিক কত অমানুষ হয়েছে, সেটাও বুঝি রিয়া বলতে চাইল ঠারেঠোরে। পরক্ষণেই অবশ্য ফিরেছে জন্মদিনের প্রসঙ্গে। স্বাভাবিক স্বরে বলল—কাকে কাকে ইনভাইট করব, তার লিস্টও তো বানাতে হবে।

সাত্ত্বিকও বুঝি বদলা নিচ্ছে কথার। একটু যেন ঠেস দিয়ে বলল—এক্ষুনি কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হবে?

—তা তো বলিনি। তবে একটা এস্টিমেট তো করা দরকার।

—নিজেই তো বললে জন্মদিনের এখনও ঢের দেরি। তাড়া করছ কেন?

ঋকের কথা, আর ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা কি এক হল? রিয়া গোঁসড়া মুখ বলল—তাদের জন্যই বলছিলাম। আগে থেকে জানিয়ে রাখলে যাদের নেমন্তন্ন করছ তাদের সুবিধে হয়। ওই দিনটা ফাঁকা রাখতে পারে। এখন তুমি কী করবে, সেটা তোমার মর্জি।

—ওক্ হরিবল। আজ তা হলে কেকের অর্ডারটাও দিয়ে দিই?

হাসতে হাসতেই বলছে সাত্ত্বিক, তবে গলায় স্পষ্ট বিদ্রূপ। রিয়া চোরাচোখে বন্দনাকে দেখল। মহিলা কি মজা পাচ্ছেন? ছেলের কাছে বউ হাটা হচ্ছে বলে? নাকি মার সামনে বউকে একটু ঠাসতে পেরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে সাত্ত্বিক?

ধুস, ভাল্লাগে না। উৎসাহটাই মাটি। রিয়া উঠে পোশাক বদলাতে চলে গেল। সেখান থেকে ছেলের ঘর। স্টাডিটেবিলে ঋক বেজার মুখে বসে, অঙ্কের খাতা খোলা, কিন্তু একবর্ণও আঁচড় পড়েনি। ছেলের মাথায় হাতটাত বুলিয়ে গ্রাস মাইনাসের ছোট ছোট হিসেবগুলো মিলিয়ে দিল

www.BanglaBook.org

রিয়া। টুকরো বিষাদ মুছে গেছে ঋকের মুখ থেকে, এখন সেখানে ফুল ফোটানো হাসি।

রিয়ার ক্ষোভ শান্ত হল খানিক। একটা ছোট্ট শ্বাসও পড়ল যেন। এই ঋক আছে বলেই না সংসারটা আছে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৫

বন্দনা রান্না করছিল মন দিয়ে। চিতলমাছের মুইঠ্যা। রিয়া কাল বড়সড় একটা গাদা এনেছে, সেখান থেকে মাছ বার করল কুরে কুরে। সামান্য আলুসেদ্ধ আর পরিমাণ মতো নুন মশলা দিয়ে চটকে চটকে মাখছে। এবার থালায় ছড়িয়ে ভাপিয়ে নিতে হবে মাছটাকে, তারপর পিস পিস করে কাটো, ছাঁকা তেলে ভাজো, অবশেষে কষকষে করে ঝোল।

বিজয় তাড়াতাড়ি এসেছে। কোথাও বোধহয় যাবে আজ। পিলারে আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে দেখছিল বন্দনার কর্মকাণ্ড। আপন মনে বলল—বহুৎ বড়িয়া বনাবে। লেকিন পাকানোর ঝঞ্ঝাট আছে।

বছর তিরিশেকের গাট্টাগোট্টা ছেলেটার বাড়ি ওড়িশায়। বালেশ্বর। বাংলা-হিন্দি মেশানো এক বিচিত্র ভাষায় সে বন্দনার সঙ্গে বাক্যালাপ চালায়। বার্নারে বসানো কড়ায় তেল ঢেলে বন্দনা বলল—ভাল রান্নায় তো একটু ঝঞ্ঝাট থাকবেই বাবা।

—টাইম ভি লাগতা হ্যায়।

—সময়ও দিতে হবে। বন্দনা ঠাট্টার সুরে বলল—টুক করে আসছ, ঘড়ি মেপে বাঁধা গতে খুন্তি নেড়ে যাচ্ছ, এ তো ঠিক কথা নয়। তোমার ম্যাডামদের দু-চারটে ভাল পদও তো খাওয়াতে হবে মাঝে মাঝে, না কী?

বিজয় হাসছে—যে বাড়ি যেমন খানা চায়, ওহি তো বানাই মা-জি।

—মোট কটা বাড়িতে যেন রান্না করো তুমি?

—সুবহ্ সাম মিলাকে সাত। বাংগালি আছে, গুজরাতি আছে,

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

পাঞ্জাবি আছে, ভেজ, ননভেজ...। কথার সঙ্গে হাত চলছে বিজয়ের। পাশের বার্নারে ডালসেদ্ধ বসিয়ে গ্রেটারে পেঁয়াজ কুচোল ঝটাঝট, টোম্যাটো কাটল ডুমো ডুমো করে। পেশাদারি ক্ষিপ্রতায় সিঙ্কে হাত ধুয়ে আটার ডিব্বা বের করে ফেলেছে। মুঠো মেপে আটা তুলল গামলায়। ডিব্বা ফের কিচেন ক্যাবিনেটে চালান করে বলল—বাংগালি বাড়িতে রান্না থোড়া জাদা হোতা হ্যায়। স্পেশালি এই ম্যাডামের বাড়িতে।

তার জন্য তো বাবা মাইনেটাও বেশি নাও! কথাটা মনে এলেও মুখে প্রকাশ করল না বন্দনা। অন্য কোথাও কম নিলেও বিজয়ের মাসিক রোজগার প্রায় পনেরো-ষোলো হাজার। চৌত্রিশ বছর স্কুলে পড়িয়ে রিটায়ারমেন্টের সময়েও বন্দনা এর চেয়ে খুব বেশি পেত কি? বিজয় একটা স্কুটারও কিনেছে, ওতে চড়েই এক পাড়া ছেড়ে আর এক পাড়ায় ছুটে বেড়ায়। থাকে জে-পি নগরে, আরও কয়েকটা ওড়িয়া ছেলের সঙ্গে মেস মতো করে। অর্থাৎ মিনিমাম খরচ। ছেলেটার সঞ্চয়ই সঞ্চয়!

লাল লাল করে মুইঠ্যা ভাজা শেষ। কড়া নামিয়ে বার্নার বিজয়কে ছেড়ে দিল বন্দনা। কিঞ্চিৎ কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞেস করল—তা আজ তোমার কী প্রোগ্রাম? ইভনিং শোয়ে সিনেমা?

ঝকের চিকেন স্টু প্রেশারকুকারে চাপিয়ে দিয়ে বিজয় বলল—না মা-জি। বি-টি-এমের ফ্ল্যাটে কাম সেরে স্টেশন যেতে হবে। দেশ থেকে ভাই আসছে।

—বেড়াতে?

—না। দেশে তো কাম-কাজ মিলছে না। দেখি ইধার কঁহি লাগায়ে দিতে পারি কি না।

তার মানে ব্যাঙ্গালোরে আর একজন ওড়িয়া বাড়ল। শহরটা আস্তে আস্তে অন্য প্রদেশের মানুষে ভরে যাচ্ছে। বাপ্পাই তো সে দিন বলছিল, ব্যাঙ্গালোরে এই যে রাশি রাশি বহুতল তৈরি চলছে, মিস্ত্রিমজুরদের একটা বড় অংশই নাকি আসছে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, মোটর-মেকানিক, ড্রাইভার সব পেশাতেই কন্নড়দের পাশে এখন বাইরের লোক। তা ইতিহাসের ধারাই তো এই। যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে উন্নতি, সে দিকে পিল পিল করে ধেয়ে চলে মানুষ।

বন্দনা হালকাভাবেই বলল—তা হলে তো দু ভাই মিলে এখন ডবল ইনকাম করবে!

বিজয়কে খুব একটা উৎফুল্ল দেখাল না। সামান্য হেসে বলল—ইনকাম না বাড়িয়ে উপায় নেই মা-জি। বহিনের শাদির বাতচিৎ চলছে, বহুৎ রুপিয়া লাগবে। কম সে কম তিন-চার লাখ।

—অত?

—ভাল দহেজ না দিলে আচ্ছা লড়কা মিলবে কেন! এক বহিনের শাদিতে জমিন যা ছিল, সবই তো চলে গেছে।

বন্দনা চুপ হয়ে গেল। কী যে ছাই উন্নতি হচ্ছে দেশের, নোংরা নোংরা প্রথাগুলো তো পালটাল না! বাড়িঘর ছেড়ে ছেলেটা এতদূরে এসে পরিশ্রম করছে, অথচ রোজগারটা সাইফন হয়ে ঢুকে যাবে অন্য গর্তে। অবশ্য এখানকার গরিবগুরবোদেরও তো একই হাল। রিয়াদের দেখাদেখি যতই শখশৌখিনতা মেটানোর চেষ্টা করুক, পার্বতীও তো মেয়ের বিয়ের চিন্তায় সিঁটিয়ে থাকে। তালদি-ক্যানিং-লক্ষ্মীকান্তপুরের পার্বতীদের মতোই বর বেরোজগেরে, দিশি মদ গিলে গড়াগড়ি খায় রাস্তায়...

টিং টিং টিং, কলিংবেল বাজছে। পার্বতী ব্যালকনিতে কাপড়জামা মেলছিল, দ্রুত এসে দরজা খুলতেই তির বেগে ঝকের প্রবেশ। জুতোমোজা ছাড়তে ছাড়তেই ব্যাগ ছুড়ে দিল মেঝেয়। দু হাত তুলে লাফাচ্ছে তিড়িংবিড়িং।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বন্দনা নাতিকে নিরীক্ষণ করছিল। চোখ নাচিয়ে বলল—ঝকবাবুর আজ বড় আনন্দ দেখি।

—ইয়েস। মাই এগজ্যাম ইজ ওভার।

—আজ তোমার কন্নড় ছিল না? কেমন হল পরীক্ষা?

—আই হেট কন্নড়। আমি কন্নড়ে সি পাব।

—সি? তার মানে কি ফেল?

—আমি জানি না। মা জানে।

বলেই পোঁ দৌড়। বন্দনা হেসে ফেলল। এ রাজ্যের নিয়মমাফিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্কুলে কন্নড় পড়তেই হচ্ছে ঋককে। অচিন ভাষাটি শিখতে গিয়ে ঋকবাবুর গলদঘর্ম দশা। বাপ্পা বা রিয়া যে তাকে একটু দেখিয়ে দেবে, সে উপায়ও তো নেই। তবু ফাইভ অবধি নাকি টানতেই হবে বেচারাকে।

ঋক নিজের ঘরে ঢুকেছিল। সেখানে থেকে চেঁচাচ্ছে—আই অ্যাম হাংরি। আই অ্যাম হাংরি।

নাতির বৈকালিক আহারের দেখাশুনো বন্দনাই করে এখন। চোখ কুঁচকে সে ভাবল একটু। ফ্রিজে ধোসা ঘোল আছে, ওই দিয়ে ইডলিও বানিয়ে দেয় পার্বতী, দেখেছে বন্দনা। গলা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করল—কী খাবে বলো? ইডলি?

—নোওও।

—তা হলে টোস্ট আর স্যুপ দিই?

—নোওওও। আজ ম্যাগি।

ওই বস্তুটিও ঘরে মজুত। এবং বানানোও অতি সহজ। দু মিনিটে গরমাগরম ম্যাগি প্লেটে নিয়ে নাতিকে খাওয়াতে বসল বন্দনা। প্রথম দু-চার চামচ গোগ্রাসে গিলল ঋক, তারপর ক্ষণে ক্ষণে পিছলে যাচ্ছে, ছুটে বেড়াচ্ছে ফ্ল্যাটময়। বাপ্পাও ঠিক এরকমটাই করত। পেট একটু ঠাণ্ডা হলেই আর তাকে সুস্থির বসিয়ে রাখে কার সাধ্য!

বন্দনা স্মিত মুখে নাতিকে ডাকল—কী গো, ঘোস্ট স্টোরি শুনবে না?

ঠোঁট মুখ চোখ একসঙ্গে কুঁচকোল ঋক—কী রকম ঘোস্ট?

—বলছি। আগে এই চামচটা মুখে নাও।

সেদ্ধ-সেদ্ধ নুডলস কোঁৎ করে গিলে ঋক বলল—স্টার্ট করো।

—হ্যাঁ। একটা ভাঙা বাড়ি ছিল, তার পাশেই এক বিশাল বটগাছ...

—হোয়াট ইজ বটগাছ?

—বেনিয়ান ট্রি। ভেরি লার্জ। অনেক ডালপালা।

—ভূতটা কি গাছের ডালে থাকত?

—না। ওই ভাঙা বাড়িটায়। অন্ধকার রাত্তিরে, চারদিক যখন নিঝুম...আই মিন, যখন কোথাও কোনও সাউন্ড নেই, তখন বাড়িটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দোতলায়, একটা বন্ধ ঘরে...

বাক্য শেষ হল না। বন্দনার মুখে হাত চাপা দিয়েছে ঋক। সন্দিগ্ধ সুরে বলল—এটা কি খুব স্কেয়ারি স্টোরি?

—বা রে, ভূতের গল্পে ভয় থাকবে না?

—তা হলে অন্য স্টোরি বলো। ডে-লাইটের।

বন্দনা খিলখিল হেসে উঠল—তুই তো দেখছি ভীষণ ভিতু! জানিস, তোর বাবা ভূতের গল্প খুব লাইক করত?

—পাপা খুব ব্রেভ। কাউকে ভয় পায় না। মাকেও না।

—বললেই হল? সবাই তোর মাকে ভয় পায়। আমিও।

—না, পাপা ভয় পায় না। ঋক মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—পাপার সঙ্গে ফাইট হলে মা কত শাউট করে, বাবা তখনও কেয়ার করে না।

—যাহ্, তোর বাবা-মা মোটেই ঝগড়া করে না!

—হ্যাঁ করে। তুমি জানো না।

নাতিকে আরও একটু টোকা দিতে ইচ্ছে করছিল বন্দনার। তবে আর এগোনোর সাহস পেল না। যদি বাবা কিংবা মাকে ঋক কিছু বলে বসে, সে ভারি লজ্জার ব্যাপার হবে। কিন্তু...সত্যিই ঝগড়াঝাঁটি হয় নাকি? এবার অবশ্য বাপ্পা রিয়ার সম্পর্কটা কেমন ছাড়া ছাড়া লাগছে! সুযোগ পেলেই এ ওকে বিঁধছে, ও তাকে ঠুকছে...। তা বিয়ের দশ বছর পর কোন স্বামী-স্ত্রীতে না ঠোকাঠুকি লাগে? তবে হ্যাঁ, আগের মাখো-মাখো ভাবটা গেছে, এটাও কিন্তু সত্যি।

চিন্তাটা মাথায় আসতে বন্দনা কি একটু তৃপ্তি পেল মনে মনে? হয়তো বা।

অর্ধেকের মতো খেয়েই ঋকের দম খতম, আর সে এক চামচও মুখে তুলবে না। এখন তার খেলতে যাওয়ার তাড়া। পার্বতী ধরে বেঁধে ড্রেস বদলে দিতেই পাশের ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অভিভাবকের সুরে বন্দনাকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কি ঈশানের গ্র্যানির কাছে যাবে?

এর মধ্যে এক-দুদিন মারাঠি পরিবারটিতে গেছে বন্দনা। বউটি যত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাচাল, শাশুড়ি ততটাই গোবেচারা। ঠাকুরদেবতা আর গুরুজি ছাড়া ঈশানের ঠাকুমার আর কোনও প্রসঙ্গ নেই। তাঁর ঐশীশক্তি, তাঁর অসীম করুণা, তাঁর যোগবিভূতি...কাঁহাতক শোনা যায়! আর সরিতাকে তো সহ্য করাই মুশকিল। কী অসভ্য মেয়ে, বর আট মাসের জায়গায় ছ মাস পরে জাহাজ থেকে ফিরছে এবার, কোথায় বউ পুলকিত হবে তা নয়, সরিতা দস্তুরমত বিরক্ত। নির্ধারিত সময়ের আগে বরকে স্বাগত জানাতে তার নাকি মানসিক প্রস্তুতি নেই!

নাক সিঁটকে বন্দনা বলল—আজ থাক। সাম আদার ডে।

বাক্যটুকু খসার অপেক্ষা, ঝক নিমেষে উধাও। পরীক্ষা শেষ, আজ তাকে পায় কে!

বন্দনা ধীরেসুস্থে চা খেল এককাপ। বিজয় ডিউটি সেরে চলে যাচ্ছে দেখে ফের ঢুকল কিচেনে। রিয়ার রন্ধনশালায় কাজ করার ভারি সুবিধে, সবকিছুই সুবিন্যস্ত রাখার কী নিখুঁত বন্দোবস্ত। নিউ ইয়র্কেও ঠিক এমনটাই ছিল। এতে অবশ্য বউয়ের বিশেষ কোনও কৃতিত্ব দেখে না বন্দনা, ক্যাবিনেট আর বক্স-টক্সে শোভিত এমন একা বড়সড় রান্নাঘর পেলে বন্দনাও সুন্দর সাজিয়ে রাখতে পারত। টালিগঞ্জে তার সাড়ে আটশো স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাটটায় তেমন সুযোগ আর কোথায়!

আফসোসটাকে বাড়তে না দিয়ে বন্দনা হাতের কাজ সেরে ফেলল চটপট। চিতলমাছের মাথা মাথা গ্রেভি চেখে দেখল নুন-মিষ্টি ঠিক হয়েছে কি না। নাহ্, রান্নাঘরই সব নয়, রান্নাটাই আসল। বাপ্পা আজ নির্ঘাত আঙুল চাটবে।

পার্বতী ঋকের ঘরে ইস্ত্রি করতে বসেছে। তাকে ঝলক পরিদর্শন করে বন্দনা কাপড়টা বদলে নিল। চুলে চিরুনি চালিয়ে আলগা খোঁপা বাঁধল একটা। নতুন এক অভ্যেস হয়েছে, সে বেরবে এবার। কম্পাউন্ডের অন্দরে সুসজ্জিত ভূমিতলটায় ঘুরেফিরে বিকেলটা ভালই কাটে বন্দনার।

আজ নীচে নেমে দেখল, সূর্য অনেকটা পশ্চিমে হেলে গেছে। নরম একটা মায়া ছড়িয়ে আছে সবুজ লনে। পাশ দিয়ে আজও হেঁটে গেলেন পায়ে কেডস, কপালে চন্দন, সাদা লুঙিশার্ট পরা দক্ষিণী বৃদ্ধটি। একই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রকম মন্থরগতিতে এখন ক্রমাগত চক্কর কাটবেন প্রকাণ্ড কমপ্লেক্সে। বার্ধক্যের ব্যায়াম! সুইমিং পুলের ধারে পেরাম্বুলেটার ঠেলতে ঠেলতে যথারীতি গল্পে মেতেছে দুই পরিচারিকা। অন্ধকার নামা অবধি চলবে গুজুর-গুজুর। বাপ্পাদেরই ব্লকের মধ্যবয়সী গোয়ানিজ দম্পতি অবিকল এক ট্র্যাকস্যুট পরে যুগলে জগিংয়ে নেমেছে। এফ ব্লকের সদ্যপরিচিত বিপুলকায় পাঞ্জাবি প্রৌঢ়াটি গোল্ডেন রিট্রিভার নিয়ে আসছে দুলে দুলে। হাঁটাচ্ছে কুকুরকে, নিজেকেও। বন্দনা হাত তুলল, প্রত্যুত্তরে মহিলাও। বাস্কেটবল কোর্টে জমে উঠেছে ছোটদের ফুটবল, সিমেন্ট বাঁধানো টেনিসকোর্টে ক্রিকেট। তিন কিশোরী কলকল করতে করতে দৌড়ে গেল। হাঁপাচ্ছে, তবু থামছে না। খেলছে ছেলেমেয়েরা প্রাণের সুখে, কচি কচি আবাসিকদের কিচিরমিচিরে গোটা চত্বর জমজমাট। চলতে চলতে ঈশান আর ঋককেও দেখতে পেল বন্দনা, চিলড্রেনস পার্কের হরাইজন্টাল বার ধরে ঝুলছে। ছাউনি ঢাকা পাথরের বেঞ্চে বয়স্ক-বয়স্কাদের জটলা। সব মিলিয়ে জায়গাটা যেন এক মিনি ভারত।

ঘুরতে ঘুরতে বন্দনা জি ব্লকের দিকটায় এসে থামল। কাঠের বেঞ্চিতে সুরভি আজ একা। বর মারা যাওয়ার পর কলকাতার পাট চুকিয়ে পাকাপাকি থানা গেড়েছে ব্যাঙ্গালোরে, মেয়ে-জামাইয়ের কাছে।

বন্দনা পাশে গিয়ে বসল—কী ব্যাপার, আপনার জুড়িদার কোথায়? মিসেস পাণ্ডে?

—বিমলার আজ ইন্দিরানগর যাওয়ার কথা। ভাসুরপোর বাড়িতে পাটনা থেকে কোন রিলেটিভ এসেছে।

—ও...তা নাতনি কি ক্লাবে?

—না বোধ হয়। আজ তো টিটি ব্যাট নিয়ে বেরল না।...বন্ধু তো অজস্র, কার ফ্ল্যাটে গিয়ে গুলতানি করছে কে জানে।

—হুঁ, টিনএজের নাতনি...তাদের তো এখন আড্ডা মারারই বয়স।

—মেয়েটার কম্পিউটারেও খুব নেশা। নেট খুলে এর সঙ্গে চ্যাট করছে, ওকে মেল করছে...মার কাছে বকুনিও খাচ্ছে রাতদিন।

—আমার নাতিও কম্পিউটারে গেমস খেলে খুব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—এখনকার বাচ্চাদের তো কম্পিউটারই ধ্যানজ্ঞান। স্কুলের হোমওয়ার্কও চলছে কম্পিউটারে।

—আর টিভি?

—বলতে নেই, আমার নাতনির টিভির নেশাটা কম। সুরভি গাল ছড়িয়ে হাসল—টিভি দেখে তো আমার মেয়ে। অফিস থেকে ফিরেই সিরিয়াল দেখতে বসে গেল।

—সে তো আপনিও দেখেন। বন্দনা মজা করে হাসল—মিসেস পাণ্ডের সঙ্গে তো দেখি সারাক্ষণ সিরিয়ালের গল্পই চলে। কোন এক বউকে চিতায় পুড়িয়ে দেওয়ার পরেও কেমন জ্যান্ত হয়ে রইল...

—কসম জিন্দেগিকা? আপনি দেখেন না?

—আমার অভ্যেস নেই। একটা-দুটো বাংলা দেখতাম...তা এখানে তো ধরাই যায় না।

—'কসম'টা দেখুন। ছাড়তে পারবেন না। আমার তো প্রথম প্রথম কেমন গাঁজাখুরি মনে হত, এখন তো ওই সময়টায় যেখানেই থাকি, টিভি না দেখলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। একটার পর একটা ঘটনা সাজায়ও বটে। এই তো কালই বউটার তিন নম্বর বর প্রথম স্বামীটার সঙ্গে যা শয়তানিটা করছিল...

বছর ষাটেকের গোলগাল সুরভি আগ্রহ ভরে শোনাচ্ছে কাহিনিটা। বন্দনা ভারি মজা পাচ্ছিল। কলকাতায় দিদিও খুব হিন্দি সিরিয়াল দেখে, ওই সময়ে কেউ ফোন পর্যন্ত করলে রেগে যায়। তা ভাল, ওই সব সিরিয়াল আর সিনেমাগুলো তো তাও দেশটাকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে!

বন্দনা হেসে বলল—বেশ আছেন আপনি। দিব্যি ঝাড়া হাত-পা...টিভি দেখছেন, বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সময় কাটাচ্ছেন...মেয়েজামাই এদিক ওদিক নিয়ে যাচ্ছে...ইচ্ছে হল একটু হাতাখুন্তি নাড়লেন... অসুখবিসুখ হলে দেখার লোকেরও সমস্যা নেই...

—ও রকম মনে হয় রে ভাই।

—কেন? আপনি ভাল নেই?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তা নয়...ওরা আমায় মাথায় করেই রেখেছে...তবু মনটা মাঝে মাঝে বড় খচখচ করে, বুঝলেন। যতই যাই হোক, মেয়ের সংসারে এসে থাকা...

—দূর, আজকালকার দিনে মেয়ে আর ছেলে আলাদা নাকি?

—ওই বলেই তো সান্ত্বনা দিই মনকে। সুরভি যেন সামান্য উদাস। পড়ন্ত সূর্য শেষ আলোটুকু মাখাচ্ছে বি ব্লকের চূড়ায়, সে দিকে তাকিয়ে থাকল একটুক্ষণ। হঠাৎই ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—আপনারও তো ওই একটাই ছেলে, আপনিও এসে থাকুন না এখানে।

—তারপর? ওখানে আমার সংসারের কী হবে?

—কে আছে আপনার সেখানে?

—নেই কেউ। তবু নিজের বাড়ি, নিজের ঘর...

—শুধু বাড়িঘরই কি সংসার? একটা মানুষ না থাকলেই তো সব ফক্কা। ঠিক কী না? বুকে হাত দিয়ে বলুন।

সুখেন্দুর থাকা আর না থাকায় যে আশমান-জমিন ফারাক, তা কি বন্দনা টের পায় না? বাপ্পাময় জগৎ বদলে যাওয়ার পর সে তো সুখেন্দুতেই সম্পৃক্ত ছিল। ছোট ছোট ঝগড়া, মান-অভিমান, উদ্বেগ, খুনসুটি, আশা-নিরাশায় টলমল করত কলসি। সেই কলসি এখন একেবারে শূন্য, স্মৃতির বাতাসে শুধু ঢং ঢং বাজে, এ সত্য বন্দনার চেয়ে বেশি কে বোঝে!

সুরভি হাতে হাত রেখেছে—কী ভাবছেন?

বন্দনা দু দিকে মাথা নাড়ল—না...ওই...

—তা হলে চলে আসুন, চলে আসুন। বুড়ো বয়েসে ছেলেমেয়ে নাতিনাতনির মুখ দেখতে পাওয়াটাই সুখ। ওইটুকুই তো সম্বল। সারাক্ষণ হিন্দি-মিন্দি বলা আমার পোষায় না, আপনি থাকলে তাও একজন সঙ্গী পাব। মনে হচ্ছে আমাদের দুজনে বেশ পটবেও।

বন্দনা দুলে যাচ্ছিল। ভেবেছিল এখানে ভাল লাগবে না, অথচ হপ্তা তিনেক তো দিব্যি কেটে গেল। রিয়াকেও আর আগের মতো অসহ্য লাগছে না। বাপ্পাও তো চাইছে...। রিয়া নাকি বাপ্পার সঙ্গে ঝগড়া করে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝে বন্দনা ঢাল হয়ে থাকতে পারে না কি? সে নিঃস্ব তো নয়, মাস মাস পেনশন পাচ্ছে, কলকাতার ফ্ল্যাট বেচেও কম টাকা হাতে আসবে না, অতএব নিজেকে কারওর গলগ্রহ ভাবাও তো অর্থহীন। তা ছাড়া বউ মনোমত নয় বলে ছেলে নাতির সঙ্গ থেকেই বা কেন বঞ্চিত হবে বন্দনা? ভারি সুন্দর হয়েছে ঝকটা, খুব গ্র্যানি গ্র্যানি করে ...

নীল আকাশে কুচি কুচি সাদা মেঘ। ভাসন্ত মেঘে রং লাগছে। থাকলে হয়। থেকে গেলেই তো হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৬

রেস্তরাঁটা শহরের প্রাণকেন্দ্রে। এক গগনচুম্বী প্রাসাদের টঙে। চতুর্দিক কাচে মোড়া, বাইরেটা দেখা যায় দিব্যি। নীচে আলোর গয়না গায়ে ঝলমল করছে এম-জি রোড, অদূরে উলসুর লেকের আভাস। কব্বন পার্কটাকেও খুঁজে নেওয়া যায়। নাগরিক উজ্জ্বলতার মধ্যিখানে গাছগাছালির ছায়া মেখে একটু যেন ম্রিয়মাণ। লাল-সাদা ফুটকি জ্বালিয়ে শরহময় ছুটছে অন্তহীন গাড়ি, কাচের এপার থেকে তাদের শব্দহীন আনাগোনা বেশ লাগছে দেখতে। যেন সত্যি, অথচ সত্যি নয়।

সাগ্নিক আজ যেন উৎসাহে ফুটছে। দুপুরে খেয়ে উঠে কী ভূত চাপল মাথায়, সবাইকে টেনে নিয়ে গেল ফানপার্ক। ছেলে নিয়ে উদ্দাম হুড়োহুড়ি করল গোটা বিকেল। রাইড, স্কেটিং, গো-কার্ট, রোলার কোস্টার, ওয়াটার গেমস, জায়েন্ট হুইলে বনবন পাক...। এখনও তার ক্লান্তি নেই। চকচকে চোখে রিয়াকে বলল—কী, এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা কেমন? বেশ ফরেন ফরেন না?

টেবিলের অপর পারে রিয়া, পাশে ঋক। এ দিক ও দিক তাকাতে তাকাতে রিয়া মাথা দোলাল—হুম, বেশ কোজি। হই-হট্টগোলটাও কম।

—সৌম্য এটার খুব প্রশংসা করছিল। ভাবলাম মাকে দেখিয়ে দিই। খাদ্যতালিকার ভারী বইখানা বন্দনাকে বাড়িয়ে দিল সাগ্নিক -নাও, খানাটা তুমি চুজ করো।

—ধ্যাৎ, আমি এ সবের কী বুঝি! বন্দনা লজ্জা পেয়েছে—যা হোক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

কিছু নে না। চাইনিজ-ফাইনিজ...

—সরি, মিলবে না। এখানে ওনলি কন্টিনেন্টাল। ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ...

—ওরে বাবা, তা হলে রিয়াই পছন্দ করুক। তবে আগে ঋকের অর্ডারটা দিয়ে দে। ও কিন্তু এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে।

ভাবনাটা রিয়ার মাথাতেও ঘুরছিল। ঋক আর বেশিক্ষণ টানতে পারবে না। কী খাওয়ানো যায় ঋককে? পাস্তা বলবে? নাকি পাই-ফাই গোছের কিছু?

ওয়েটার নানান কিসিমের ব্রেড এনেছে। বাস্কেটটা টেবিলে রেখে সপ্রতিভ স্বরে বলল—ইয়েস প্লিজ।

রিয়া নীচু স্বরে শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করল—অ্যাপিটাইজার নেবেন তো কিছু? স্যুপ-ট্যুপ?

—দরকার আছে কোনও? মেন কোর্সই বলে দাও না।

—অন্তত একটা ফ্রেশ লাইম নিন তা হলে।

বো-টাই পরা ওয়েটারটি ফস করে বলে উঠল—আপনারা বাঙালি?

রিয়া চোখ তুলল—হ্যাঁ। কেন?

—সরি ম্যাডাম। বাঙালি দেখলে আমি একটু বাংলা বলে ফেলি। বাঙালিদের সঙ্গে ইংরেজি বলতে হলে আমার কেমন হাঁপ ধরে যায়।

ভঙ্গিটা এত সরল, রিয়া চটতে পারল না। ভদ্রতা করে প্রশ্ন করল—আপনি কোথাকার লোক? কলকাতা?

—না ম্যাডাম, আমার বাড়ি নদিয়ায়। হাঁসখালি।

—হঠাৎ ব্যাঙ্গালোরে এলেন যে? জানাশুনো কেউ ছিল বুঝি?

—দাদা আছে। তবে আমি হাঁসখালি নয়, লন্ডন থেকে এসেছি।

—হোয়াট? এবার সাগ্নিকের স্বরে বিস্ময়—ফ্রম লন্ডন?

—সাত বছর ছিলাম। পোষাল না।

—কেন?

—বড্ড এক্সপ্লয়েট করছিল স্যার। লেখাপড়া তো শিখিনি, এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একুশ বছর বয়সে পালিয়েছিলাম। পেট চালাতে বাসন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাজতাম ওখানে। পরে ওয়েটারের কাজই জুটেছিল, তবে দেখলাম ওরা চামড়ার বড় ফারাক করে। সাদারা কম খেটে বেশি মাইনে পায়, আর আমাদের খাটনি বেশি, পয়সা কম। ঘেন্না ধরে গেল স্যার। দাদাও বলল, ওই চাকরিই যদি করবি, দেশে এসে কর। চলে এলাম। দাদা ব্রিগেড রোডের একটা হোটেলে আছে, আমি এখানে।

—ভেরি ইন্টারেস্টিং! সাগ্নিক মাথা নাড়ছে— তা আমাদের এখন কী খাওয়াচ্ছেন?

—আমার অ্যাডভাইস যদি শোনেন তো...

ছেলেটার স্বর ভারি আন্তরিক। রিয়ার বেশ পছন্দ হয়ে যাচ্ছিল ওয়েটারটিকে। তারই পরামর্শ মতো খাবার অর্ডার দিল। চিকেন-আ-লা-কিয়েভ, স্পিনাচ্ উইথ কটেজ চিজ, আর সিজার স্যালাড। সাগ্নিককে জিজ্ঞেস করল— তোমার ল্যাম্ব চাই?

—নো। যা বলেছ এনাফ।

—ঋকের জন্য একটা রিসোটো বলি?

—দ্যাটস ফাইন। গলা গলা ভাতই ওর স্যুট করবে।

—ও কে। বাচ্চারটা একটু তাড়াতাড়ি দেবেন প্লিজ।

—অবশ্যই। অর্ডার লিখতে লিখতে ছেলেটা সাগ্নিককে বলল— ড্রিঙ্কস কিছু নেবেন না স্যার? ওয়াইন, হুইস্কি, বাকার্ডি...?

—মদ্যপান করতে ভালইবাসে সাগ্নিক। হোটেল-রেস্তরাঁয় এলে তার তো একটু চাইই, মার সামনে তেমন রাখাঢাকও নেই। তবু কে জানে কেন না'ই বলে দিল। তিনটে ফ্রেশ লাইমের অর্ডার দিল শুধু।

ওয়েটার সরে যেতে বন্দনা সরব। চোখ ঘুরিয়ে বলল— বেয়ারাগিরি করতে ছেলেটা লন্ডন থেকে দেশে চলে এল, এটা কিন্তু ভারি মজার, তাই না?

সাগ্নিক কাঁধ ঝাঁকাল—গুলও মারতে পারে। ওটাই হয়তো ইম্প্রেস করার কায়দা। কিংবা হয়তো গিয়েছিল, জব ভাউচার নেই বলে খেদিয়ে দিয়েছে।

রিয়া বলল—সে যাই বলো, কালার ডিফারেন্স কিন্তু একটু ম্যাটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে। ইউরোপ, আমেরিকা সর্বত্র। এশিয়ানরা তো আমেরিকাতেও বেশি খাটে। তারা অবশ্য ভাবে এতে তাদের ইম্পর্ট্যান্স বাড়ছে।

বরকে বুঝি একটু খোঁচাই দিতে চেয়েছিল রিয়া। কিন্তু সাগ্নিক নির্বিকার। যেন শুনলই না, এমন ভাব। ঋক বাস্কেটের সব কটা ব্রেডেই একটু করে কামড় দিয়ে রেখে দিচ্ছে, তাকে হালকা গলায় বলল—ওভাবে খুঁটছিস কেন? যেটা পছন্দ হয়, সস্ লাগিয়ে খা।

বন্দনা বলল—মাখন দিয়েছে তো, মাখিয়ে দিই?

—চিজ দেব?

—খেতে পারি। আই লাভ চিজ।

—শোনো ছেলের কথা! বন্দনা হাসছে—হয় হেট, নয় লাভ। মাঝামাঝি কিছু নেই।

—বয়সটাই তো এরকম মা। সাগ্নিক ঋককে চোখ টিপল— কী ঋককুমার, আজ হ্যাপি তো?

—ইয়েস। আমরা নেক্সট কবে ফান ক্লাবে যাব? কামিং সানডে?

—দূর বোকা, সে দিন তো তোর বার্থডে পার্টি। মা তোর জন্য কত কিছু অ্যারেঞ্জ করছে...ম্যাজিক শো, ট্যাটু...

—আমি কেক কাটব না?

—শিওর...রিয়া, কেকের অর্ডার দিয়েছ তো?

এই হল সাগ্নিক! রিয়া আলতো হাসল। নিজে কিছুই করবে না, অথচ রিয়া গুছিয়ে গাছিয়ে আগে থেকে ব্যবস্থা করলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ চালাবে। এবং পরে ত্রুটি ম্যানেজ করার চেষ্টা।

ঈষৎ শ্লেষের সুরে রিয়া বলল—ওমা, না তো! আমি তো তোমার ভরসাতেই বসে আছি!

—কেন আওয়াজ দিচ্ছ? সাগ্নিক হেসে উঠেছে শব্দ করে। চোখ নাচিয়ে বলল—এবার কী কেক আসছে ছোটসাহেবের জন্যে?

ঋক লাফিয়ে উঠল—মিকি মাউস। না না, জোকার।

—শেষে একটা জোকারকে কচুকাটা করবি?

—ইয়েস। ঈশানও বার্থডেতে জোকার কেটেছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—ও কে। মাকে তা হলে বলে দাও, স্ট্রবেরি জোকার আসবে, না চকোলেট...রিয়া, কেটারিংয়ের কী ব্যবস্থা হল? জয় ফিট করে দিচ্ছে তো?

—জয় এখন পারবে না। হি ইজ হ্যাভিং সাম প্রবলেমস।

—কী প্রবলেম?

—ও আছে একটা। পার্সোনাল। জয়ের সমস্যাটা ভাঙল না রিয়া। অন্যের যন্ত্রণা নিয়ে আলোচনার হাট বসানোর কী দরকার! বিশেষ করে শাশুড়িমা যখন সামনে রয়েছেন। মৌমিতাকে কাউন্সেলিংয়ের জন্যে নিয়ে গিয়েছিল জয়, গাইনি দেখাতেও সম্মত হয়েছে মৌমিতা, জন্মদিন চুকে গেলে বন্ধুপত্নীকে নিয়ে রিয়ারই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা। তবে এ সব পাঁচকান করবেই বা কেন সে, বিশেষত জয় যখন ব্যাপারটা গোপন রাখতে চায়। রিয়া প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল— কেটারার আমিই ঠিক করছি। ও ভাবনাটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

—সব ভাবনাই তো তোমায় সঁপে দিয়েছি ডার্লিং।

সাগ্নিকের তরল বাচনভঙ্গিতে বন্দনাও হাসছে মুখ টিপে। স্নেহমাখা মুখে ঝককে জিজ্ঞেস করল—বার্থডেতে আমার কাছ থেকে তুই কী নিবি বললি না তো?

—বেনটেন ওয়াচ।

—ঘড়ি?

—মিউজিক হয়, পাওয়ার আসে...

—ও বাবা। তা হলে তো কিনতেই হয়।

—কিচ্ছু দরকার নেই মা। এই তো সে দিন একটা ভিডিও গ্রামস দিলেন...

—তা হোক, আমার নাতির জন্মদিন বলে কথা!

—আপনি ওকে চেনেন না মা। আজ জিনিসটার জন্য লাফাচ্ছে, কাল শখ উবে গেলে ওটা মেঝেয় গড়াগড়ি খাবে। মিছিমিছি পয়সা নষ্ট।

—পয়সা পুষে রেখেই বা আমি কী করব রিয়া? দুটো দিনও ও যদি আনন্দ পায়, তা হলেও তো আমার টাকা খরচ সার্থক। এমনিতেই তো এখানে আসার পর থেকে তোমরা আমায় পার্স খুলতে দিচ্ছ না...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টুকিটাকি কথার মাঝেই ঋকের রিসোটো উপস্থিত। দু-চার চামচ মুখে তুলতে না তুলতে ঋকের চোখের পাতা প্রায় বন্ধ, তাকে কোনও ক্রমে জাগিয়ে রেখে যতটা পারে খাওয়াল রিয়া। বাকি ডিশগুলোও এসে গেল। এখন শুধু চামচ-কাঁটার আওয়াজ, আর টুকরো-টাকরা তারিফ।

ডেজার্ট-টেজার্ট খেয়ে রেস্তরাঁ থেকে বেরতে প্রায় রাত দশটা। জমিয়ে ভোজন সেরে সাগ্নিকের ভারি পুলক জেগেছে প্রাণে, গান ধরেছে গুনগুন। পিছনের সিটে ঘুমন্ত ঋক বন্দনার কোলে শয়ান। সুন্দর এক আমেজ ছড়িয়ে সাগ্নিকের গাড়ি ছুটছিল।

বাড়ি ফিরে দৈনন্দিন খুঁটিনাটিগুলো সেরে ফেলল রিয়া। ঋকের গায়ে চাপাচুপি দিল, দুধের কার্ড বাস্কেট রেখে এল দরজায়, টেনে দিল ড্রয়িং হলের ভারী পরদাগুলো। বিকেলে আজ ছুটি ছিল পার্বতীর, কাল সকালে ফের অফিসের তাড়া, অ্যাকোয়াগার্ড চালিয়ে তুলে রাখল জল। সব কিছু গোছগাছ করে তবে ঘরে এসে দরজা ভেজিয়েছে।

সাগ্নিক যথারীতি ল্যাপটপে। কানের দুল জোড়া খুলতে খুলতে রিয়া বলল—তোমাকে যে একটু উঠতে হবে।

—কেন?

—আমার মেলবক্সটা চেক করব।

—ও কে ম্যাম। আগে ড্রেসটা তো বদলাও।

রাতপোশাকটি পরে এসে রিয়া নিজের বৈদ্যুতিন ডাকবাক্স খুলেছে। সপ্তাহে এক-আধদিন মেল দেখতে বসে আজকাল। তেমন দেখার মতো কিছু থাকেও না অবশ্যি। হয় কোনও কেনাকাটার টোপ, নয়তো কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আহ্বান। আজ রত্নাবলির একটা চিঠি আছে। সিঙ্গাপুরে ছিল রত্নাবলিরা, এখন গেছে নিউজিল্যান্ড। ডাকছে একবার ঘুরে আসার জন্য।

জবাব টাইপ করতে করতে রিয়া গলা ওঠাল—এ বার সামারে আমরা কোথাও যাচ্ছি কি?

সাগ্নিক বিছানায়, হাতে টিভির রিমোট। ইংরেজি মুভি চালিয়েছে। পরদায় চোখ রেখে বলল—ইচ্ছে আছে হিমালয়ের সাইডে একটা ট্রিপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেব। তুমি কুলু-মানালি যেতে চাইছিলে...

—ওটা নয় নেক্সট টাইম। এবার নিউজিল্যান্ড গেলে কেমন হয়?

—নট এ ব্যাড আইডিয়া। কিন্তু ওখানে তো তখন চড়া উইন্টার!

—তো? আমরা উইন্টারে কানাডাও গেছি। নায়াগ্রা তখন জমে বরফ...ক্রাইস্ট চার্চে এখন রত্নাবলিরা আছে...

—তোমার সেই নাকবোঁচা কলেজ সখী?

—যাহ, বোঁচা কেন হবে? একটু জাস্ট...ওর বর একটা প্রজেক্টে গেছে, ডিসেম্বরেই ব্যাক করবে হয়তো। তার আগে চলো নিউজিল্যান্ডটা দেখে আসা যাক।

—তথাস্তু। তোমার বাসনা লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্যি আমার নেই দেবী!

রিয়া ঠোঁট টিপে হাসল। সাগ্নিকের এই হালকাপুলকা রূপটাই পছন্দ করে সে। এখন যা জীবন হয়েছে, অথবা জীবন যে দিকে গড়িয়েছে...শুধু পরস্পরকে তির হানা আর হুল ফোটানো বন্ধ রাখাতেই যেন সুখ। এই পুলকিত সাগ্নিক তো উপরি পাওনা।

রিয়া নরম করে বলল—আগে থেকে তা হলে ছুটির বন্দোবস্ত করে রেখো। লাস্ট মোমেন্টে যেন ঝুল দিও না।

সাগ্নিক সাড়াশব্দ করল না। বিছানা ছেড়ে নেমেছে। পায়ে পায়ে রিয়ার পিছনে। ঝুঁকে রিয়ার কাঁধে হাত রাখল। চাপা স্বরে বলল—শোবে না?

—হুঁ।

—রাত হয়ে যাচ্ছে, এসো।

আহ্বানে কামনার গন্ধ। আজকাল সাগ্নিকের শরীর আজ তেমনভাবে টানে না রিয়াকে, তবু অভ্যেসের খেলায় মাততে হয় মাঝে মাঝে। আজ রিয়ার একটু অন্য রকম লাগছিল। আদুরে গলায় বলল—দাঁড়াও, আগে অবশ্য ল্যাপটপটা বন্ধ করি।

সাগ্নিকের ধৈর্য নেই। নিজেই হাত বাড়িয়ে নিথর করল যন্ত্র। রিয়াকে প্রায় জাপটে তুলে নিয়ে এসেছে শয্যায়। ঝটাপট খুলে ফেলল রিয়ার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাইটি। খ্যাপা পাগলের মতো স্তনে মুখ ঘষছে। উপুড় হয়ে উঠে পড়ল রিয়াতে। অধীর হচ্ছে, অধীর হচ্ছে, চুমুতে চুমুতে জাগাচ্ছে রিয়াকে।

অন্য দিন শুধু শরীরই জাগে, কিন্তু আজ রিয়াও যেন জেগেছে। তীব্র আশ্লেষে যোগ দিল আদিম খেলায়। প্রবল মৈথুন শেষে হাঁপাচ্ছে সাগ্নিক। রিয়াও শুয়ে আছে নগ্ন দেহে, সাগ্নিককে আঁকড়ে।

সাগ্নিক পাশ ফিরল। আবার একটা চুমু খেল রিয়াকে। প্রায় ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রেখে বলল, একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো?

—কী?

—আমাকে এই উইকে একবার বাইরে যেতে হবে।

—ট্যুর?

—হুঁ।

—কবে যাচ্ছ?

—এই মঙ্গলবারই...বুঝতে পারছি না রোববারের মধ্যে ফিরতে পারব কি না।

—সে কী? রিয়ার হাত শিথিল হল—ঋকের জন্মদিনে তুমি থাকবে না?

—সোনামোনা...আমার সুইটি বেবি...এবারটা একটু ম্যানেজ করে নাও, প্লিজ।

—কোথায় যাচ্ছ?

—শুনলে তুমি আরও রেগে যাবে।...আমি বার বার বলছি, সেন্ড সামওয়ান এল্‌স। কিন্তু এমন একটা প্রবলেম...সিস্টেমের গণ্ডগোল।

রিয়ার মস্তিষ্কে হঠাৎই বিদ্যুতের ঝলক। ছিটকে সরে গেছে, নিউ ইয়র্ক...?

—তোমাকে পরশু থেকেই বলব বলব ভাবছি, কিন্তু...।

এতক্ষণে যেন রিয়ার কাছে স্বচ্ছ হচ্ছে সাগ্নিক। সারাদিনের উচ্ছল ভাব, ঋককে নিয়ে ফানক্লাব, কারণে-অকারণে উচ্ছ্বাস, রিয়াকে বাড়তি তোওয়াজ...সবই তার মানে দিখাওয়া? সুপরিকল্পিত? মনে যদি পাপ না থাকে, খবরটা পেয়েই তো তাকে জানাতে পারত সাগ্নিক। কাল সারাদিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কত হইচই, নন্দী হিলস যাওয়া হল... গতকালও তো বলতে পারত। অর্থাৎ দু দিন ধরে ছকে নিচ্ছিল, কীভাবে বিষয়টা পাড়া যায়। শেষে রিয়াকে ভোলানোর জন্যে এই ভালবাসাবাসির খেলা! কী কুৎসিত কামোফ্লাজ!

তেতো মুখে রিয়া বলল—ভালই তো, যাও। মার্থার সঙ্গে পিরিতটা ঝালিয়ে এসো।

—কাম অন রিয়া। ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি। তুমি তো জানো, দ্যাট চ্যাপ্টার ইজ ওভার। আমি মার্থাকে মিট করব না, বিশ্বাস করো। যদি সম্ভব হয়, রোববারই ফিরে আসব। প্রমিস।

রিয়ার এতটুকু প্রতীতী হল না। মিথ্যে বলছে সাগ্নিক। ডাহা মিথ্যে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৭

ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড, ওয়ান স্টেপ ব্যাক, ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড, ওয়ান স্টেপ ব্যাক...

দুটো মাত্র লাইন এক সুরে আউড়ে চলেছে তরুণীটি। তালি বাজিয়ে গাইতে গাইতে আচমকাই পঙ্‌ক্তি উলটেপালটে দিল। ব্যাক ফরওয়ার্ড, ব্যাক ফরওয়ার্ড, ব্যাক ব্যাক ব্যাক...ফরওয়ার্ড ব্যাক, ফরওয়ার্ড ব্যাক, ফরওয়ার্ড, ফরওয়ার্ড, ব্যাক ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড...

ব্যাস. গেল সব তালগোল পাকিয়ে। এগোতে গিয়ে পিছিয়ে গেল কেউ, পিছতে গিয়ে এগোল। ভুল পা পড়তেই সমস্বরে উল্লাস—আউট, আউট, আউট।

বন্দনা কৌতুকমাখা চোখে খেলাটা দেখছিল। মেয়েটিকেও। বছর তিরিশেক বয়স, পরনে নীল কেপ্রি, লাল শার্ট, পায়ে স্নুকার। চেহারায় চমৎকার একটা বাঁধুনি আছে, চোখমুখও ভারি সপ্রতিভ। সোনালি রং করা চিকন চুল পনিটেল করে বাঁধা, মাথা নাড়ালে ঝুঁটি লাফাচ্ছে তড়াক-তড়াক। কচিকাঁচাদের মাঝে দিব্যি মিশে গেছে মেয়েটা, তাদেরই একজন হয়ে চালনা করছে খেলা।

এগোচ্ছে, খেলা এগোচ্ছে। গোটা পনেরো বাচ্চার মধ্যে অনেকেই ছিটকে গেল আসর থেকে। ঋক তো প্রথমেই আউট, তার স্কুলের বন্ধুবান্ধবীরাও টিকতে পারল না, হারাধনের দুটি ছেলে হয়ে এখনও লড়ে যাচ্ছে ঈশান আর শারদ। ইশান মহা চালু, সরিতার ছেলে তো, ঈশানই

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

নির্ঘাত খেলাটা জিতবে।

কসমিক টাওয়ারে কমিউনিটি হল আজ বেলুনে বেলুনে ছয়লাপ। রাংতায় রাংতায় ঝলমল। রঙিন কাগজের শিকলি ঝুলছে সিলিং থেকে, রংবেরঙি তারাও। অতিকায় ঘরখানা যেন এখন রঙের হাট।

এমনটা না হলে জমে! ক'দিন ধরে যা পরিস্থিতি চলছিল। জমকালো এই অনুষ্ঠান তো ভেস্তে যায় যায়। বাপ্পাকে হঠাৎ আমেরিকা ছুটতে হল বলে রিয়া ফুলছে গোঁসায়। কিছু করবে না, সব বাতিল, শুধু ঘরে কেক কেটে নমো নমো করে পালন করবে জন্মদিন! ভাগ্যিস রিয়ার বন্ধুটা এসে হল্লা জুড়ল, নইলে ঋক বেচারা আজ শুকনো মুখে ঘুরত। জয় ছেলেটার উৎসাহ আছে বটে, সকাল দশটার মধ্যে বউ নিয়ে হাজির, নিজেই তদারকি করে সাজাল হলটাকে। এখনও চরকি খাচ্ছে অবিরাম, আপ্যায়ন করছে অভ্যাগতদের। গৃহকর্তার প্রক্সি!

লোক অবশ্য শেষমেশ বেশি বলেনি রিয়া। কুচোকাচা আর বড় মিলিয়ে জনা চল্লিশ। তাতেই পার্টি জমজমাট। হাসি, শোরগোল, কিচিরমিচিরে চমৎকার এক বাতাবরণ।

বাপ্পার জন্মদিনেও বেশ ঘটা হত এককালে। ছেলের সঙ্গীসাথীরা তো ছিলই, নিজের কিছু আত্মীয়, বন্ধুদেরও ডাকত বন্দনা। হল ভাড়া করে না হোক, নিজেদের বাড়িতেই বেলুন, রাংতা, কাগজের শিকলি। খইব্যাগ ঝুলত মাথার ওপর। কেক কেটেই খইব্যাগ ফাটাও। ঝরঝর পড়ছে লজেন্স-চকোলেট, টুকিটাকি খেলনা, কুচি কুচি কাগজ, আর হামাগুড়ি দিয়ে কুড়োচ্ছে বাচ্চারা...। বাপ্পাটা বেজায় গাবলুগুবলু ছিল ছোটবেলায়। ভেঁপু আর লজেন্স সংগ্রহের খেলায় তার নাম্বার সর্বদাই জিরো। শেষে বীনা আর চুমকি নিজেদের কটকটি হুইস্‌ল তাকে দান করলে তবে হাসি ফুটত মুখে। বেচারা।

কবে থেকে ওভাবে জন্মদিন পালন বন্ধ হল যেন? বাপ্পার গোঁফ গজানোর পর? নাকি তারও আগে? স্মৃতি বড় ধূসর, মনে পড়ছে না বন্দনার। তবে প্রতি বছর স্পেশাল খাওয়াদাওয়াটা তো হতই। কেউ না কেউ তো আসতই। তারপর তো তাও বন্ধ। ছেলেই নেই, বন্দনা কাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাওয়াবে! এখন তো জন্মদিন মানে শুধু একটা ফোন। হ্যাপি বার্থডে বাপ্পা...থ্যাঙ্ক ইউ মা...ব্যস।

এগোনো-পিছনোর খেলা শেষ। ঈশান নয়, শারদ জিতল। প্রাইজ, এক প্যাকেট বাবল্‌গাম। ঈশানের মুখ চুন, ভেংচাচ্ছে শারদকে। ও দিকে তরুণীর দৌড়োদৌড়ি কিন্তু থেমে নেই, তোড়জোড় চলছে পরবর্তী গেমের। একরাশ লাল টুল জড়ো করে সাজিয়ে ফেলল। টেপরেকর্ডারে গান চালিয়েছে। এবার মিউজিক্যাল চেয়ার।

জয় বন্দনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাস—কী মাসিমা, কেমন দেখছেন?

বন্দনা ঘাড় দোলাল—খুব ভাল। মেয়েটি তো একাই মাতিয়ে রেখেছে।

—দ্যাটস হোয়াই শী ইজ পেড ফর। এক ঢিলে কতগুলো পাখি মারছে বলুন তো! বাচ্চারা এন্টারটেন্ডও হল, এনগেজডও থাকছে, বড়রাও নিশ্চিন্ত মনে এনজয় করছে পার্টি।

—মেয়েটা খেলাও জানে অনেক।

—মাথা ঘামিয়ে বার করতে হয়। নইলে এই লাইনে ওর ডিমান্ড থাকবে কেন। আফটার অল, এটা ওর প্রফেশন। গেম অ্যারেঞ্জারদের মধ্যে কম্পিটিশনও খুব টাফ মাসিমা। মেয়েটা সঙ্গে একটা অ্যাসিস্ট্যান্টও এনেছে, দেখেছেন তো? ঝটাঝট কেমন বাচ্চাদের হাতে মুখে ট্যাটু আঁকছে।

—হুম। কত রকম যে কায়দা বেরচ্ছে দিন দিন!

—কায়দার বদল না হলে মানুষ যে বোর হয়ে যাবে মাসিমা। এখন নিত্যনতুন মজা চাই।

বন্দনা হাসল—মজা নয়, বলো থ্রিল।

—ওই একই হল। লাইফ এখন সুপার ফাস্ট মাসিমা। আজ যা দেখে এনচান্টেড হই, কালই তা অবসোলিট। মোবাইল ফোনের ব্যাপারটাই ধরুন না। ক বছরই বা বেরিয়েছে, বলুন? গোড়ায় পথেঘাটে যাকে খুশি ফোন করতে পারছি, এতেই কেমন শিহরণ জাগত। সেই ফোনই এখন ক্যামেরা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিভি, রেডিও, রেকর্ডার...নেটে ঢুকছি, মেল করছি, মেসেজ পাঠাচ্ছি...যাকে বলে মাল্টিপারপাস গ্যাজেট! এবং এত ধরনের সার্ভিসের পরেও রোজ তার নতুন নতুন মডেল। কেন? ওই থ্রিলের জন্যই তো?

উন্মাদনা জীবনের অঙ্গ ঠিকই, কিন্তু জীবন মানেই তো উন্মাদনা নয়। একটা না একটা সময়ে তো স্থিত হতেই হয় মানুষকে। জীবনই বাধ্য করে। তখনও যদি চোখে উন্মাদনার ঘোর লেগে থাকে, মানুষ তো ছটফট করে মরে যাবে।

বেপথু ভাবনাটা স্থায়ী হল না। রিয়া হন্তদন্ত পায়ে হাজির। আজ শাড়ি পরেছে রিয়া। বাসন্তী রঙের কাঞ্জিভরম। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। এত ভাল মানায় শাড়িতে, তবু যে কেন পরতেই চায় না! সকালেও রিয়াদেবীর মুখখানা ছিল তোলো হাঁড়ি, বাপ্পা ফোন করল, কথাই বলল না, সরাসরি ঋককে ধরিয়ে দিল রিসিভার। তা পরিবেশ পরিস্থিতির গুণ আছে, এখন আর মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, দিব্যি ঝলমল করছে মুখমণ্ডল।

ব্যস্ত-সমস্তভাবে রিয়া বলল—চলুন মা, চলুন। এবার কেক কাটা হবে।

—দাঁড়াও, আগে ঋকদের খেলা খতম হোক।

—ওদের গেমস চলতেই থাকবে। তা বলে আসল কাজটা তো ফেলে রাখা যায় না। অনেক বেলা হয়েছে, কেটারারও খাবারদাবার নিয়ে রেডি।

জয় বলল—তুই তা হলে সাতটা ক্যান্ডল্ লাগিয়ে ফ্যাল। আমি এদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

জোকার কেকই এসেছে ঋকের জন্যে। ছোটবড় সবাই মিলে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কেকটাকে। সরিতা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল, ছুরি হাতে ঋকও প্রস্তুত। কোরাসে গান বেজে উঠেছে, 'হ্যাপি বার্থডে টু ঋক...'

সমবেত করতালির মাঝে কেককর্তন পর্বের ইতি। ছোট ছোট কাগজের ডিশে খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে ঘুরছে জোকার। সরিতাই বিলি করছিল, রিয়াও সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। খাওয়ায় বাচ্চাদের তেমন আগ্রহ নেই, কেকের ক্রিম একে অন্যের মুখে মাখানোতেই তাদের উৎসাহ বেশি। বড়রা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাখছে, তারিফ করছে, মুঠো মুঠো হাসি আর কথা ভাসছে বাতাসে।

হঠাৎই বন্দনার নজরে পড়ল, জয়ের বউটা এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মেয়েটা মোটেই মিশুকে নয়, আসা ইস্তক কারও সঙ্গেই তেমন কথা বলছে না। এখনও দৃষ্টি কেমন ফাঁকা ফাঁকা। যেন কলরোলের মাঝে সে আছে, আবার নেইও।

কাছে গিয়ে বন্দনা জিজ্ঞেস করল--কী গো, তুমি কেক খেলে না?

মৌমিতার ঠোঁটে ছায়া-ছায়া হাসি—ইচ্ছে করছে না।

—শরীরটরীর খারাপ নাকি?

—নাহ্, ঠিক আছি।

—তা হলে একটা ছোট পিস অন্তত মুখে দাও। আজকের দিন না বলতে নেই।

—আমাকে জোর করবেন না, প্লিজ।

মৌমিতার অনুনয়ের সুরে একটা রুক্ষতাও আছে যেন। অন্তত বন্দনার তো সেরকমই ঠেকল। সামান্য অস্বস্তিবোধ করল বন্দনা। এত আমোদ-আহ্লাদের মাঝে মেয়েটার একটেরে হয়ে থাকা দৃষ্টিকটু নয় কি? জয়ের সঙ্গে কি কোনও বিবাদ চলছে মেয়েটার? এমন নয় তো, জয়-রিয়ার বন্ধুত্বটা মৌমিতা পছন্দ করে না? ওদের সম্পর্কই বা ঠিক কীরকম? পরিষ্কার তো? বাপ্পার তো আবার জয়ের ওপর বেশ আস্থা...

কূট চিন্তাটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির অবশ্য অবকাশ পেল না বন্দনা। মৌমিতাকে ছেড়ে সরে আসতেই রিয়ার বন্ধু-বন্ধুনীর দল ছেঁকে ধরেছে।

—কী মাসিমা, কোথায় কোথায় বেড়ালেন?

—শহরেই ঘুরছি। গত শনিবার নন্দী হিলস গেছিলাম।

—ব্যস?

—মাইসোরটা দেখে আসুন মাসিমা।

—মাইসোর আমি গেছি। আগেরবার যখন এসেছিলাম...

—তা হলে তো শ্রীরঙ্গপত্তনমও ঘোরা, টিপু সুলতানের ফোর্ট?

—তাও দেখেছি।

—সাগ্নিক-রিয়াকে বলুন এবার বেলুড় হ্যালেভিদ নিয়ে যেতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—ওদের সময় যা কম...

—তা ঠিক। এক-দুদিন ছুটি তো নিতেই হয়।

—মাসিমা, আপনি নাটক ভালবাসেন?

—কলকাতায় তো দেখি মাঝে-সাঝে।

—সামনের মাসের সেকেন্ড উইকে কলকাতা থেকে একটা গ্রুপ আসছে। শনি-রবি, পর পর দু দিন শো। রিয়াকে বলছি আপনাকে নিয়ে চলে আসতে। বাংলা ব্যান্ডের গানও থাকবে।

—বেশ তো, যাওয়া যাবেখন।

—এখন কিছুদিন আছেন তো মাসিমা? পয়লা বৈশাখ আমরা বাঙালিরা একটা অনুষ্ঠান করছি, ব্যাঙ্গালোরে থাকলে কিন্তু অবশ্যই আসবেন।

পয়লা বৈশাখ কেন, বন্দনার তো চিরতরেই থেকে যাওয়ার বাসনা। মুখ ফুটে এখনও প্রকাশ করেনি অবশ্য। এবার বাপ্পা ফিরুক, তারপর ধীরেসুস্থে...

ফটাফট রিবনের গিঁট ছিঁড়ছে ঋক। চকচকে মোড়ক থেকে একটা করে উপহার বেরোচ্ছে, আর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে—গ্র্যানি লুক, দিস ইজ আ স্পোর্টস কার!...এটা কী গ্র্যানি? বায়নোকিউলার?...ও নো, এই টিনটিনটা আমার ডুপ্লিকেট হয়ে গেল!...গ্র্যানি, হিয়ার ইজ অ্যানাদার গেম...!

ডিভানে আধশোওয়া হয়ে বন্দনা নাতির উচ্ছ্বাস উপভোগ করছিল। আমেরিকায় উপহার পেয়েই খুলে দেখাটা রেওয়াজ, কিন্তু এখানকার নিয়ম মেনে রিয়া তাকে পার্টিতে একটা প্যাকেটও ছুঁতে দেয়নি। এখন আর বাধানিষেধ নেই, রিয়াও ঘরে শয্যা নিয়েছে, ঋকবাবুর তো পোয়াবারো।

বন্দনা তরল স্বরে বলল—প্রাণে খুব স্ফূর্তি জেগেছে, অ্যাঁ?

ড্রাগন আঁকা খুদে কপালটা কুঁচকে গেল—হোয়াট ইট পুর্তি?

—দূর পাগলা, পুর্তি নয়, স্ফূর্তি। আনন্দ। জয়।

—ও ইয়েস। ঋক মাথা দোলাল—আই অ্যাম হ্যাপি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—শুধু তোর বাবাটাই যা ঝুল দিল।

এই বাক্যটিও পুরোপুরি বোধগম্য হল না ঋকের। ঠোঁট উলটোচ্ছে।

বন্দনা ফের খোঁচাল—তোর বাবাটা কী রে? আমি তোকে গিফট দিলাম, তোর মা দিল, জয় আঙ্কল দিল, তোর বন্ধুরা দিল...

—পাপাও দেবে। পাপা প্রমিস করেছে।

—কী দেবেটা শুনি? কাঁচকলা?

—নো। সাইকেল। তাতে গিয়ার থাকবে, ব্রেক থাকবে...

—তুই পারবি চালাতে?

—ইয়েস। আমি ঈশানের চেয়ে বেটার চালাব।

—জানিস তো, তোর বাবাকেও আমি একবার বার্থ-ডেতে সাইকেল দিয়েছিলাম।

—পাপা চালাত সাইকেল?

—সারাদিন। এখনও সেটা রাখা আছে।

—হোয়্যার?

—আমাদের কলকাতার বাড়িতে।

—পাপা কখনও সাইকেল থেকে পড়ে গেছে?

—অনেকবার। হাঁটু কাটত, কনুই ছড়ে যেত। একবার তো...

বন্দনার গল্প সমাপ্ত হল না, দপদপিয়ে রিয়ার আবির্ভাব। শাড়ি বদলে ফের ঢোলা পোশাকে ফিরে গেছে রিয়া। দুপুরের উদ্ভাস মুছে গিয়ে তার চোখমুখ ফের থমথমে। ঝামর ঝামর চুল কেশরের মতো ফুলে উঠেছে।

কোমরে হাত রেখে গুমগুমে গলায় ছেলেকে বলল—এখনও ভাল ড্রেসটা ছাড়োনি যে বড়?

ঋকের মুখ পলকে কাঁচুমাঁচু—গ্র্যানির কাছে পাপার চাইল্ড-হুডের কথা শুনছিলাম।

—কোনও দরকার নেই। আগের কাজ আগে করো, যাও...আর তোমার গিফটগুলা তোলো এক এক করে। এখানে পড়ে থাকলে আমি কিন্তু টান মেরে ফেলে দেব।

ঘাড় নামিয়ে চলে যাচ্ছে ঋক। বন্দনা স্তম্ভিত। রিয়ার এই আকস্মিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রূঢ় ব্যবহার কি তাকে উদ্দেশ করে? নাকি বাপ্পার অনুপস্থিতির শোক আবার উথলে উঠল?

আহত গলায় বন্দনা বলল—আজকের দিনে ছেলেটাকে বকাবকি কি না করলেই নয় রিয়া?

জবাব দেওয়ার যেন প্রয়োজনই বোধ করল না বন্দনার পুত্রবধূ। শাশুড়িকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে গেছে নিজের ঘরে। সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৮

অফিস বেরনোর সময়ে অল্প অল্প মেঘ ছিল আজ। বিকেলে হঠাৎই আকাশ ঝুলকালো। তারপর ঝমঝমিয়ে জোর একপশলা বৃষ্টি। ব্যস, অমনি বাঙ্গালোরের যা দস্তুর, ঝুপ করে ঠাণ্ডা নেমেছে। বইছে হাড়কাঁপানো হাওয়া। ভরসন্ধেবেলা ঠকঠক কাঁপছে শহর।

রিয়াদের বাস হোসুর রোড ধরে ফিরছিল। জানলাটানলা বন্ধ, তবু গুটিসুটি মেরে বসেছে সবাই। রিয়ার অবশ্য তেমন একটা শীতবোধ হচ্ছিল না। মেজাজ বিগড়ে থাকলে ঠাণ্ডা গরমের অনুভূতিটাই বুঝি কমে যায়। আজ সকালে সাগ্নিক এসেছে, রবিবারের জায়গায় মঙ্গলবার, বাড়িতে পা রাখলে ফের তার সঙ্গে মোলাকাত হবে, এই ভাবনাতেই নতুন করে খিঁচড়ে আছে মন। গা-হাত-পায়ে বিশ্রী জ্বালা জ্বালা ভাব।

তুৎ, এখনও এতটা বিরক্তি পুষে রাখা কি বাড়াবাড়ি নয়? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল রিয়া। অফিসের কাজে সাগ্নিককে নিউ ইয়র্ক তো যেতে হতেই পারে। হয়তো আবার যাবে, বার বার যাবে। দেশে ফেরার পর অ্যাদ্দিন যে ইউ-এস ট্যুর পড়েনি, এটাই তো আশ্চর্যের। হ্যাঁ, রিয়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলাটা নিশ্চয়ই সাগ্নিকের অন্যায় হয়েছে। আবার এও তো ঠিক, সাগ্নিক সেখানে গিয়ে কী করবে অথবা কী কী করতে পারে, সেই চিন্তায় পীড়িত হওয়াও তো নেহাতই অর্থহীন। সারাজীবন ধরে সাগ্নিকের ওপর পাহারদারি চালানো সম্ভব?

সবই তো বোঝে, তবু কেন স্নায়ুকে বশে রাখতে পারছে না রিয়া?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

কী যে তাকে পোড়ায়? অপরাধটা করে সাগ্নিক তো রিয়ার হাতেপায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল, তাও যে কেন এখনও সন্দেহটা গেল না? সাগ্নিক দুর্বলচিত্তের মানুষ বলে? নাকি বিশ্বাস একবার ভাঙলে আর জোড়া লাগে না? চিড়টা থাকে, থেকেই যায়।

সিল্কবোর্ডের মোড়ে এসে বাঁয়ে ঘুরল বাস। রিয়া বাইরে তাকাল। নাহ্, সে বোধ হয় সত্যিই একটু বেশি রিঅ্যাক্ট করছে। অন্তত সাগ্নিকের মায়ের সামনে নিজেকে বলগাহীন করা কি অশোভন নয়? পরশু সন্ধেবেলা ঋককে ওভাবে দাবড়ানোটা শাশুড়িমা মোটেই সহজভাবে নেননি। রাত্রে খেতে বসে গুম, কালও কথা বলছিলেন কেঠো সুরে। রিয়াও মান ভাঙানোর চেষ্টা করেনি। কেন করবে? ছেলের বউয়ের মনে কী চলে, শাশুড়ি তা থোড়াই বুঝবেন। ছেলের দোষ দেখার চোখই তো তাঁর নেই।

রিয়া যে এখন কী একা! একদম একা। সব থেকেও। সব পেয়েও।

বাস কসমিক টাওয়ারের গেটে থেমেছে। রিয়া নেমে পড়ল। হাঁটছে শ্রান্ত পায়ে। গোল বেদিটায় উচ্চৈঃস্বরে কী নিয়ে যেন তর্ক করছেন কমপ্লেক্সের তিন বৃদ্ধ, তাদের টপকে ঢুকেছে সি ব্লকে। দশতলায় উঠে মন্থর গতিতে পৌঁছল ফ্ল্যাটের দরজায়।

বন্দনা আছে বলে পার্বতী আজকাল তাড়াতাড়ি যায়। ঋক দরজা খুলেছে। চকচকে চোখে বলল—পাপা আর আমি গেমস খেলছি মা। গ্র্যানি জাজ।

রিয়া শুকনো হাসল—কী গেমস?

—চাইনিজ চেকার। পাপা শিখিয়েছে।

—তাই বুঝি?

—আমি পাপাকে হারিয়ে দিচ্ছি...ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্লে?

—না। তোমরা খেলো।

সাঁ করে নিজের ঘরে চলে গেল ঋক। রিয়া ক্ষণিকের জন্যে ভাবল দরজায় গিয়ে উঁকি দেবে কি না, পরক্ষণে মত বদলে সোজা বেডরুমে। হাত কানের ছোটখাটো গয়নাগুলো খুলতে খুলতে শুনতে পাচ্ছিল সাগ্নিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হো হো হাসছে। বন্দনা কী একটা বলল, আরও যেন বেড়ে গেল হাসি।

ওই হাসিই বুঝি ফের তাতিয়ে দিল রিয়াকে। পোশাক বদলে দু-চার মিনিট বিছানায় শুয়ে রইল টানটান। শয্যাও অসহ্য ক্রমশ, উঠে টিভি চালাল। রঙিন পরদার দিকে তাকিয়ে আছে শুধু, দেখছে না কিছুই। আশ্চর্য, সে একটা মানুষ কাজ থেকে ফিরল, পাশের ঘরেই রয়েছে, অথচ মা-ছেলে কেউ একজন এসে কথা পর্যন্ত বলছে না! এত অবজ্ঞা রিয়াকে? এ সময়ে সে চা-কফি বড় একটা খায় না, তবু শাশুড়ি একবার জিজ্ঞেস তো করতে পারতেন! এখনও রাগে মটমট? নাকি ছেলেকে পেয়ে জোশ বেড়েছে?

টিভি অফ করে নিঃশব্দে রান্নাঘরে গেল রিয়া। মেপে মেপে এক কাপ লিকার চা বানাল। চুমুক দিচ্ছে গরম কাপে। ফ্রিজ খুলে দেখল খাবারদাবার। আলুর দম, মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি, পালংশাক, সরষে ভেটকি, মাটন কষা...বিজয় এত কিছু বানিয়েছে? নাকি ছেলে আসার আহ্লাদে শাশুড়ি ঠাকরুন...? হুঁ, আদিখ্যেতার সীমাপরিসীমা নেই!

বিরক্ত মুখে রিয়া চিকেন স্টু আর ভাতটা বের করল। মাইক্রেআভেনে গরম করতে করতে গলা উঠিয়েছে—ঋক...?

সাড়া নেই।

রিয়ার স্বর আর একটু চড়ল—ঋঈঈক...?

ঋক নয়, এবার সাগ্নিকের উত্তর—যাচ্ছে।

প্লেটে ভাত ঢেলে রিয়া মাখল স্টু দিয়ে। চামচেয় তুলে জিভে ঠেকিয়ে দেখে নিল নুন-টুন ঠিক আছে কি না। খাবার ডাইনিং টেবিলে রেখে ফের গলা তুলেছে—ঋক, এসো চটপট।

—আহ্, অত চেঁচাচ্ছ কেন? বললাম তো যাচ্ছে!

ব্যস, সলতেতে আগুন পড়ল যেন। তড়াক করে চেয়ার ছেড়েছে রিয়া। ক্ষিপ্র পায়ে এল ছেলের দরজায়। ঝনঝনিয়ে উঠেছে, হচ্ছেটা কী ঋক? তোমার বাবার নয় সেন্স নেই, তুমিও অসভ্যতা শুরু করলে!

খেলা থেমেছে। সাগ্নিক হাসি হাসিমুখে বলল—অত চটছ কেন? গেমটা মাঝপথে আছে, জাস্ট শেষ হলেই...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—স্টপ টকিং ননসেন্স। রিয়া চেঁচিয়ে উঠল—ফুর্তি মেরে এসে প্রাণে খুশির তুফান বইছে, অ্যাঁ?

—কী হচ্ছে রিয়া? প্লিজ...

—কেন চুপ করব? তোমার ন্যাকামোগুলো আমায় সহ্য করে যেতে হবে? ছেলের ওপর হঠাৎ আদর উপচে পড়ছে, হাহ্! ক্রোধে রিয়ার স্বর বিকৃত হয়ে গেল—আয়াম ফেড আপ। আয়াম ফেড আপ। আমি এক মুহূর্ত তোমায় স্ট্যান্ড করতে পারছি না, বুঝেছ? ইউ ডার্টি ডবলফেসেড...

সাগ্নিকের মুখ লাল হয়ে গেছে রাগে। নিশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। আচমকাই রিয়াকে পাশ কাটিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণে ফ্ল্যাটের বাইরে।

বিপদের গন্ধ পেয়ে ঋকও সুড়সুড় করে ডাইনিংটেবিলে। মায়ের জন্যে অপেক্ষা করল না, নিজে নিজেই ভাত পুরছে মুখে। গপাগপ খাওয়া সেরে দাঁত ব্রাশ করে নিল। একটি বাক্যও খসাতে হল না, সুবোধ বালকটি হয়ে ঢুকেছে নিজের কামরায়।

রিয়ার মাথা দপদপ করছিল। কপাল টিপে বসে আছে লিভিং হলের সোফায়। পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ তুলল। বন্দনা।

সামান্য অস্বস্তি বোধ করল রিয়া। গলা ঝেড়ে বলল—আপনাকে খেতে দেব?

বন্দনা যেন শুনতেই পেল না। সামনে এসে বলল—জানি তোমার সংসারে আমার নাক গলানো সাজে না। তবু না বলেও পারছি না। তুমি কিন্তু তিলকে তাল করছ।

রিয়ার ঠোঁট আপনা-আপনি বেঁকে গেল—কোনটা তিল, কোনটা তাল, আপনি বোঝেন?

বন্দনা শ্লেষটা গায়ে মাখল না। একই রকম শান্ত স্বরে বলল—ছেলেটা এত লম্বা একটা প্লেনজার্নি করে এল, দুপুরে ভাল করে ঘুমোতেও পারল না...বলল, মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, ট্যাবলেট খেল...

—তো?

—তুমি আসার খানিক আগে ছেলেকে নিয়ে বসেছিল...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তো?

—মানছি তোমার রাগের যথেষ্ট কারণ আছে। জন্মদিনের দিন আসতে পারল না, পরদিনও এল না...কিন্তু ওর দিকটাও তো ভাববে। কাজে আটকে যাওয়াটা তো ওর হাতে নেই। ও নিজেও কি ওখানে বসে ছটফট করেনি! এই তো বলছিল...

—ছেলের হয়ে ভেঁপু বাজানোটা বন্ধ করবেন? রিয়া ফস করে বলে ফেলল—এই করে করেই তো ছেলের বারোটা বাজিয়েছেন।

—ও কী ভাষা, অ্যাঁ? বন্দনা ঝপ করে তেতে গেছে, মুখ সামলে কথা বলো। আমি বাপ্পা নই, যে যা মুখে আসবে বলে যাবে।

—একশো বার বলব। হাজার বার বলব। রিয়া আঙুল তুলেছে, আপনার শিক্ষাতেই তো সাগ্নিক একটি স্কাউন্ড্রেল বনেছে।

—কী? কী বললে? আমার বাপ্পা স্কাউন্ড্রেল?

—হুঁহ্, আপনার বাপ্পা! শুনুন, যতই আমার বাপ্পা, আমার বাপ্পা করুন, ছেলে কিন্তু আপনার টানে ফেরেনি। আমি তাকে ফোর্স করেছি। আমি। প্রতিদিন। প্রতি মুহূর্তে।

—বিশ্বাস করি না। বন্দনা দু দিকে মাথা নাড়ল—তুমি মিথ্যে বলছ।

—সে আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন। তাতে তো সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যাবে না। রিয়ার নাকের পাটা ফুলে উঠল—ছেলেকে দেখলেই তো গলে মাখন হয়ে যান। লেখাপড়ায় ভাল...প্রকাণ্ড চাকরি করছে...আহা যেন স্বর্গ থেকে খসে পড়া দেবশিশু! আদতে যে কী চিজ...! নিউ ইয়র্কে সে কী কীর্তি করেছিল শুনবেন?

এতক্ষণে বন্দনা যেন থমকেছে। একটুক্ষণ পর অস্ফুটে বলল—কী?

—একটা আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে লিভটুগেদার করার জন্যে আমাদের ফেলে চলে গিয়েছিল। ঋক তখন সাড়ে তিন বছরের। কতভাবে যে তখন ও আমায় হিউমিলিয়েট করেছে! আমাকে টাকাপয়সা দিত না...যোগাযোগ পর্যন্ত রাখত না। তখন তো আমি চাকরিও করি না। আই ওয়াজ ইন টোটাল শ্যাম্বল্স দেন। শক্ত থাকতে চেয়েও রিয়ার গলা কেঁপে গেল—বিদেশ-বিভুঁইয়ে তখন আমি একা। ঋককে নিয়ে কোথায় যাব, কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করব...! ভালবেসে বিয়ে করেছি, লজ্জায় কাউকে বলতে পর্যন্ত পারছি না। নিজের বাবা-মাকেও না। মেন্টালি সিক হয়ে পড়েছিলাম আমি। শুধু ঋকের মুখ চেয়ে, কোনওক্রমে স্ট্রাগল করে...

বন্দনা ফের অস্ফুটে বলল—তার পর?

—ফিরে এল। মাস পাঁচেক পর। মোহ ভেঙেছে, এবার আশ্রয় দাও! রিয়া নাক টানল। ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠেছে মুখে—নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছেন আমি বানিয়ে বলছি! আপনার বাপ্পা এমন কাজ করতেই পারে না! ছেলে তো একটু পরেই ফিরবে, তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন।

বন্দনা ধপ করে বসে পড়েছে সোফায়। বসেই আছে।

শাশুড়ির রক্তশূন্য মুখখানা দেখে চেতনা ফিরছিল রিয়ার। এ কী করল সে? উত্তেজনার ঝোঁকে কেন বলতে গেল ও সব কথা? স্বামী মারা গিয়ে আছে শুধু ছেলে। ভুল হোক, ঠিক হোক, ছেলেকে ঘিরে একটা জ্যোতির্বলয় গড়ে নিয়েছিলেন মা, রিয়া সেটুকুও ভেঙে চুরমার করে দিল! কেন সে সাগ্নিকের চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর হল আজ?

আচমকাই বন্দনার ঠোঁট নড়ে উঠেছে। ক্রোধ নয়, বিরক্তি নয়, স্বরে একটা গাঢ় বিষাদ যেন চুঁইয়ে পড়ল—একটা প্রশ্ন করব? ইচ্ছে না হলে উত্তর দিও না।

—বলুন?

—তুমি বাপ্পার সঙ্গে রয়েছ কেন?

—আছি।

—কেন? ঋকের জন্য?

—ঋককে মানুষ করার ক্ষমতা আমার আছে মা। অন্তত এখন।

—তা হলে? কেন টিকিয়ে রেখেছ সংসারটা? এত বিতৃষ্ণা নিয়ে কেন ঘর করছ? কেন বাপ্পাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ না?

শুধু কি বিতৃষ্ণাই আছে রিয়ার মনে? আর কিছু নেই? রিয়া ফুঁপিয়ে উঠল—আপনি বুঝবেন না। আপনি বুঝবেন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৯

ব্যালকনিতে স্থির দাঁড়িয়ে ছিল বন্দনা। ছায়া ছায়া অন্ধকার কেটে একটু একটু করে আলো ফুটছে। সামনের আকাশ এতক্ষণ বর্ণহীন ছিল, এখন হালকা গোলাপি। এরপর লালের আভা লাগবে। নীচে রক্তপলাশের রং গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। গতিময় শহরটা জাগছে, জেগে উঠছে।

ভোরের মেদুর হাওয়ায় আবেশ মতো এসে গিয়েছিল বন্দনার, হঠাৎ পিছনে বাপ্পা—মা?

বন্দনা চমকে তাকাল—কী রে, তুই উঠে পড়েছিস?

—ঘুম ভেঙে গেল।

—আজ তো তোর অফিস নেই। যা, আবার শুয়ে পড়।

বাপ্পা নড়ল না। জিজ্ঞেস করল—তুমি এমন ধ্যানস্থ হয়ে কী দেখছ?

—তোদের বেংগালুরুর সানরাইজ। এখানে দশতলা থেকে বেশ লাগে কিন্তু, একটা লাল গোলা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে...

—এনজয় করো?

—ভীষণ। ভোরবেলার একটা অদ্ভুত মায়া আছে রে। আর তোদের শহরে এখনও তো খানিক সবুজ মেলে, দু চোখ জুড়িয়ে যায়।

—তবু তো তুমি থাকলে না। পালাই পালাই করে চলেই যাচ্ছ।

—ওভাবে বলছিস কেন? কম দিন রইলাম নাকি? বন্দনা আলগা ঠাট্টা জুড়ল, এরপর তো মনে হবে, বুড়িটা ঘাড় থেকে নামছেই না।

—চেপে বসোই না। দ্যাখো না আমার ঘাড় অত পলকা কি না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

বাপ্পা কি অন্তর থেকে বলছে? সে রকমটাই যে বিশ্বাস করতে সাধ যায় বন্দনার। বিশ্বাসটা হয়তো পুরোপুরি অলীক নয়, তা সে রিয়া যাই বলুক না কেন। হায় রে অবুঝ মন!

বন্দনা মৃদু হেসে বলল—ছাড় তো। আমরা আজ রওনা দিচ্ছি কখন? ফ্লাইট তো আড়াইটেয়, তাই না?

প্রশ্নের জবাব দিল না বাপ্পা। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল—তুমি কিন্তু আমায় মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করলে মা। ...রিয়া কী বলল, না বলল, সেটাই ধ্রুব সত্যি বলে মেনে নিলে?

—রিয়া কি মিথ্যে বলেছে?

—না মা, তা নয়। তবে ওটাকে বড় করে দেখারও কোনও মানে হয় না। লাইফ ইজ লাইফ। আ রানিং হুইল। গড়াতে গড়াতে চলে, ঠোক্কর খায়, গর্তে পড়ে, ওঠে, আবার গড়ায়, আবার গাড্ডায় পড়ে...

—সে তো বটেই। জীবন তো বহতা নদী। কখনও মজা স্রোত, কখনও ঢেউ থইথই।

—কারেক্ট। বাপ্পা এগিয়ে এসে বন্দনার কাঁধে হাত রাখল। গলা নামিয়ে বলল—রিয়া তোমায় যে পিকচারই দিক, আমরা কিন্তু খারাপ কিছু নেই মা। সে দিন অত রাগারাগি...তারপর দেখলে তো, সব কেমন মিটে গেল। আবার একসঙ্গে খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, গপ্পো করছি...। এই তো, সামারে আমরা নিউজিল্যান্ড যাব। রিয়ারই এক বন্ধুর বাড়িতে থাকার কথা।

—ভাল তো। খুব ভাল।

—আমার ইন্সিডেন্টটাকে রিয়া কিন্তু পাসিং ফেজ বলেই মেনে নিয়েছিল মা।

—তাই কি?

—তাই। তাই। রিয়া এখন আর মোটেই আনহ্যাপি নয়। আসলে ও একটু দুঃখবিলাস ভালবাসে। অ্যান্ড বিলিভ মি, আমি কিন্তু এবার নিউ ইয়র্ক গিয়ে মার্থার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টাই করিনি।

—রিয়া তো ওই অভিযোগ আমায় করেনি রে।

—তা হলে রাগ করে চলে যাচ্ছ কেন? ঝক কষ্ট পাচ্ছে, রিয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপরাধবোধে ভুগছে...

—রিয়ার কীসের অপরাধবোধ?

—ভাবছে ওর জন্যেই তুমি...। ঠিক আছে, পার্মানেন্টলি না চাও, আর এক দুটো মাস তো স্বচ্ছন্দে থেকে যেতে পারতে।

বন্দনা বলতে পারল না, আমার যে আজীবন বাস করার ইচ্ছে হয়েছিল রে। কিন্তু কোন বাপ্পার কাছে থাকবে বন্দনা? এই হ্যাপি গো লাকি বাপ্পাকে তো সে চেনেই না। আর এই সংসারও যেন কেমন অচিনপুরী এখন। সবই আছে, থরে থরে আছে...সুখ, বিলাস, ভোগ, কিছুরই কমতি নেই এতটুকু। তবু কী একটা যেন নেই! সেটা যে কী, বন্দনা সঠিক জানে না। শুধু বুঝতে পারছে, সেই অদৃশ্য জিনিসটির অভাবে সংসার ঠিক সংসার হয়ে ওঠে না।

এই ছেঁড়া ছেঁড়া সংসারে থেকে কী করবে বন্দনা? শুধু সুরভিদের সঙ্গে গল্পগাছা করতে করতে পায়ে পায়ে এগোবে মৃত্যুর দিকে?

আহা রে, তার চেয়ে বরং বন্দনা তার নিজের সংসারেই বাঁচুক। একা একা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG